International Labour Organization | BetterWork | ILR School

ILO brief

গবেষণা সংক্ষেপ

অক্টোবর ২০২০

এশিয়ায় কোভিড-১৯ পরবর্তী পোশাক শিল্প*

মূল বিষয়সমূহঃ

- কোভিড-১৯ সংকট বিশ্বব্যাপী পোশাক শিল্পে উল্লেখযোগ্য ক্ষতিসাধন ও দৈন্যদশা সৃষ্টি করেছে, যা বিভিন্নভাবে ব্র্যান্ড, প্রস্তুতকারক এবং শ্রমিকদের উপরে প্রভাব ফেলেছে। এছাড়াও এই মহামারী গার্মেন্টস সাপ্লাই চেইনের অভ্যন্তরের সীমাহীন দুর্বলতা এবং সাপ্লায়ার কারখানা ও এগুলোতে কর্মরত শ্রমিকদের উপরে (গ্লোবাল বায়ারদের দ্বারা গৃহীত) সোর্সিং সিদ্ধান্তের প্রভাবকে সামনে এনেছে। এশিয়ায় ব্যাপক পরিমাণ গ্লোবাল পোশাক উৎপাদনের কারণে এই অঞ্চলটি সাপ্লাই চেইনের মধ্য দিয়ে ধেয়ে আসা বিরূপ প্রভাব তরঙ্গের একেবারে সামনাসামনি পড়ে গেছে।
- তবুও এই সঙ্কট নতুন জোট ও পোশাক শিল্পের ভবিষ্যত সম্পর্কে নতুন ভাবনার সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং , সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা, তা হলো, কিভাবে এই শিল্পকে আরও দীর্ঘস্থায়ী, টেকসই ও মানব-কেন্দ্রিক ভবিষ্যতের জন্য নতুনভাবে সাজানো যাবে, সেই সম্ভাবনার দ্বারও খুলে দিয়েছে।
- মহামারির আগে পোশাক শিল্প গ্লোবাল বায়ারদের মধ্যে বর্ধিত বাজার কেন্দ্রিকীকরণ এবং শীর্ষ প্রস্তুতকারকদের মধ্য একীভূত হওয়ার প্রবণতার মুখে পড়েছিল, যাদের অনেকগুলোই এশিয়ায় অবস্থিত ছিল। "ফাস্ট ফ্যাশন" এই শিল্পের প্রধান ব্যবসা মডেলে পরিণত হয়েছিল। স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থায় অগ্রগতির এবং উৎপাদনকে দূরবর্তী কেন্দ্র থেকে কাছাকাছি সরিয়ে আনার প্রবণতা অপেক্ষাকৃত কমে গিয়েছিলো।
- মহামারীর কারণে ভোক্তাদের ঘরে বন্দী হয়ে পড়ার ফলে ব্যবসায়ীরা তাদের সাপ্লাই চেইন নতুন করে সাজাতে প্রণোদিত হওয়ার ফলে ই-কমার্স এবং ডিজিটালাইজেশন বৃদ্ধি পেয়েছে। চাহিদা অনুযায়ী অভিযোজন ও "চক্রাকার ফ্যাশন" পুনরুদ্ধারের সময় এবং তার পরেও গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হবে। সাম্প্রতিক হিসাব নিকাশ অনুযায়ী, সমুদ্র স্তরের উচ্চতার ক্রমবৃদ্ধি থেকে কর্মক্ষেত্রে উচ্চ তাপমাত্রার চাপসহ জলবায়ু পরিবর্তনের দ্রুত বেড়ে চলা প্রভাব এই খাতে অস্তিত্বের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
- মহামারী-পরবর্তী সময়ের দিকে তাকালে এই গবেষণা সংক্ষেপ পোশাক শিল্প খাতের পুনরুদ্ধারের জন্য এর গতিপথের তিনটি দৃশ্যপটের রূপরেখা উপস্থাপন করে, যেগুলোকে পুনরাবৃত্তি, পুনরুদ্ধার এবং পুনর্বিবেচনা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই দৃশ্যপটগুলি ব্র্যান্ড এবং নীতিনির্ধারকদের পদক্ষেপ এবং এশিয়ায় এসব পদক্ষেপের বিরূপ প্রভাবের উপর বিশেষ মনোযোগ দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে।
- মহামারী-পরবর্তী সময়ে পোশাক শিল্পের পুনর্গঠনের জন্য কোনো স্বেচ্ছাকৃত পরিবর্তন এবং কাঠামোগত সংস্কার ছাড়া, পুনরাবৃত্তি দৃশ্যকল্প শ্রমিকদের উপরে, বিশেষ করে মহিলা শ্রমিকদের উপর অসম প্রভাব ফেলতে পারে। একত্রীকরণ এবং স্বয়ংক্রিয়করণের ফলে কিছু শ্রমিক লাভবান হবে, কিন্তু এতে অনেক শ্রমিকের বেকার হয়ে পড়ার বা নিম্নমানের চাকরিতে বাঁধা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাবে। এই পুনরাবৃত্তি পরিস্থিতিতে, পোশাক শিল্পের বড় অংশে শোভন কাজের ঘাটতি বিরাজ করবে।
- সম্ভাব্য অন্য দুটি পরিস্থিতি রূপান্তরধর্মীঃ পুনরুদ্ধার দৃশ্যপট মহামারী-পূর্ববর্তী ধারাগুলোর দ্রুত বৃদ্ধি এবং পোশাক শিল্পে আরও বিভাজন সৃষ্টির পূর্বাভাস দেয়, যেখানে শোভন কাজের সুযোগ বা ঘাটতি, উভয়ই বাড়তে পারে। পুনর্বিবেচনা দৃশ্যপটের মধ্যে ব্যপক ও স্বেচ্ছামূলক সংস্কার অন্তর্ভুক্ত, যা এমন একটি ব্যবসা মডেলের পুনঃপরিকল্পনা করে, যার কেন্দ্র হিসেবে সামাজিক ও পরিবেশগত স্থায়িত্বের একটি সুসংহত ও অখণ্ড/অপরিহার্য ভূমিকাকে ধরে নেয়া হয়।
- এই গবেষণা সংক্ষেপ যুক্তি দেখায় যে, এসব সম্ভাব্য দৃশ্যপটগুলোর মধ্যে ন্যায়সঙ্গত উত্তরণের একমাত্র টেকসই পথ হলো পুনর্বিবেচনা দৃশ্যকল্প। এটি সামাজিক সংলাপ ও নিশ্চিত শ্রমিক সুরক্ষার উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়, যেখানে প্রাতিষ্ঠানিক প্রসার ও উৎপাদনশীলতার উপরে বিনিয়োগ করা হয়। এর মাধ্যমে গার্মেন্টস সাপ্লাই চেইনে অন্তর্ভুক্ত সকলেই উপকৃত হয়।

---

* এই গবেষণা সংক্ষেপটি যৌথভাবে লিখেছেন আরিয়ানা রোসি (বেটারওয়ার্ক, জেনেভা), ক্রিশ্চিয়ান ভিগেলান (আইএলও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক গবেষণা বিভাগ, ব্যাংকক) এবং ডেভিড উইলিয়ামস (এশিয়ার গার্মেন্ট সাপ্লাই চেইনে শোভন কাজ, ব্যাংকক)। এই সারসংক্ষেপ জেসন জাড এবং জে. লোয়েল জ্যাকসন কর্তৃক শিল্প ও শ্রম সম্পর্কও, নিউইয়র্ক স্টেট স্কুল-এর কর্নয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউ কনভারসেশন প্রকল্প গবেষণার উপরে ভিত্তি করে রচিত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সহযোগিতায় প্রস্তুতকৃত এবং জাড ও জ্যাকসন (২০২১)-এ প্রকাশিত। এই সারসংক্ষেপটি সাম্প্রতিক গবেষণা সংক্ষেপ The Supply Chain Ripple Effect: How COVID-19 is Affecting Garment Workers and Factories in Asia and the Pacific –এর একটি দোসর (আইএলও ২০২০ক)।

▶ ভূমিকা

কোভিড-১৯ সংকট বিশ্বব্যাপী পোশাক শিল্পে উল্লেখযোগ্য ক্ষতিসাধন ও দৈন্যদশা সৃষ্টি করেছে, যা বিভিন্নভাবে ব্র্যান্ড, প্রস্তুতকারক এবং শ্রমিকদের উপরে প্রভাব ফেলেছে। এই প্রভাবগুলি সম্ভবত এশিয়ার চেয়ে অন্য কোথাও এতো প্রকট নয়, যে অঞ্চলটিকে প্রায়শই বিশ্বের পোশাক কারখানা হিসাবে উল্লেখ করা হয়।[1] বিশ্বব্যাপী ভোক্তার চাহিদা কমে যাওয়া, ও সেইসাথে এই অঞ্চলে এবং এর বাইরে সরকার কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে কর্মস্থলে সশরীরে উপস্থিত হয়ে কাজ করা বন্ধ করে দেয়ার কারণে ২০২০ সালে বিশ্বব্যাপী গার্মেন্টস বাণিজ্যে ধ্বস নামে। এর ফলে এশিয়ার পোশাক উৎপাদনকারী দেশগুলো থেকে বড় ভোক্তা বাজারে আমদানি ৭০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে।

ব্র্যান্ড এবং খুচরা বিক্রেতাদের সিদ্ধান্ত, যেমন ২০২০ সালে ভোক্তাদের চাহিদা হ্রাসের কারণে যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, সেগুলোর কারণে বিশ্বব্যাপী পোশাক সরবরাহ শৃঙ্খল জুড়ে ব্যবসায় স্থায়িত্বের যে গভীর এবং সুদূরপ্রসারী পরিণতি হতে পারে, এই মহামারী সেই পরিণতিগুলো তুলে ধরেছে। এই পরিস্থিতি ক্রমেই এশিয়া এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের লক্ষ লক্ষ কারখানা শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করেছে, যাদের অধিকাংশই নারী।

এশিয়ার সাধারণ পোশাক শ্রমিক ২০২০ সালের প্রথম ছয় মাসে কমপক্ষে দুই থেকে চার সপ্তাহের জন্য চাকরি হারান এবং বছরের দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে একেবারেই কাজে ফিরে আসার ডাক না পাওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনার মুখোমুখি হন (আইএলও ২০২০এ)। এই ব্যাঘাতের কারণে অনেক কর্মী, বিশেষ করে মহিলারা, আরও বেশি সহিংসতা এবং হয়রানি সহ্য করেন, পরিচারিকার কাজে যোগ দিতে বাধ্য হন এবং মৌলিক প্রয়োজনগুলোর ব্যয় বহন করতে অক্ষম হয়ে পড়েন। গার্মেন্টস শিল্প এমন একটি উত্পাদন ক্ষেত্র, যেখানে কোভিড-১৯ মহামারীর ফলে সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান এবং কর্মঘণ্টার লোকসান হয়েছে। ১৭টি দেশের একটি নমুনা অনুযায়ী ২০২০ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে পোশাক খাতে আগের বছরের তুলনায় গড়ে ৩৪ শতাংশ কর্মঘণ্টা এবং ১৫ শতাংশ চাকরি হারানোর ঘটনা ঘটেছে। যদিও বছরের দ্বিতীয়ার্ধে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে, তবুও এই খাতটি ২০২০ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে কাজের সময় এবং কর্মসংস্থানের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি দেখেছে, যার পরিমাণ গড়ে যথাক্রমে ১৫ শতাংশ এবং ৬ শতাংশ (আইএলও ২০২১)।

এই সঙ্কটের প্রভাব নিঃসন্দেহে খুব তীব্র, যা ব্যবসায় মডেলের কাঠামোগত দুর্বলতা প্রকাশ করে এবং এর দীর্ঘস্থায়িত্ব জোরদার করার জন্য সংস্কার ও উন্নতির প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে। সেদিক থেকে দেখলে, এই সংকট পোশাক শিল্পের ভবিষ্যতকে নতুন রূপ দেওয়ার জন্য অংশীদারদের যৌথ পদক্ষেপ গ্রহণের একটি সুযোগের তৈরি করেছে।

এই গবেষণা সংক্ষেপের উদ্দেশ্য হলো মহামারীর পূর্বে শিল্পের প্রবৃদ্ধি এবং স্থায়িত্ব গঠনের রূপকারগুলির উপর আলোকপাত করা, যার মধ্যে রয়েছে শিল্পের একীভূতকরণ, স্বয়ংক্রিয়করণ, ই-কমার্স, সোর্সিং-এর ধরন এবং শ্রম পরিশাসন/পরিচালনা। মহামারী চলাকালীন সময় থেকে আজ পর্যন্ত স্টেকহোল্ডারদের, বিশেষ করে বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ড এবং খুচরা বিক্রেতাদের দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি শ্রমিক এবং সরবরাহ শৃঙ্খলার (আইএলও ২০২০এ) উপরে কিভাবে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছে এবং সঙ্কট কেটে যাওয়ার পর তাদের পরবর্তী পদক্ষেপগুলি কিভাবে এই শিল্পব্যবস্থাকে নতুন রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হবে, সেই বিষয়গুলোই এতে নিরীক্ষণ করে দেখা হয়ছে।

এসব ধারা এবং মহামারী মোকাবেলায় নেয়া পদক্ষেপগুলোর ব্যর্থতার পটভূমির বিপরীতে এই সারসংক্ষেপ এখান থেকে পাওয়া শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেছে এবং কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে এই শিল্পের ভবিষ্যতের জন্য বেশ কয়েকটি সম্ভাব্য পরিস্থিতি উপস্থাপন করেছে। এটি বিশেষ করে এশিয়ায় শ্রমিক, মালিক এবং নীতিনির্ধারকদের জন্য সম্ভাব্য প্রভাবগুলি অনুসন্ধান করেছে। এসব সম্ভাবনার মধ্যে, সামাজিক সংলাপের ভিত্তিতে গঠিত একটি দৃশ্যপট রয়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদী প্রাতিষ্ঠানিক প্রবৃদ্ধি এবং উত্পাদনশীলতার সাথে একটি ন্যায়সঙ্গত রূপান্তরকে প্রণোদিত করার সাথে সাথে শ্রমিকদের সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয়। এই দৃশ্যপটকে পোশাক শিল্পের ভবিষ্যত গড়ার একমাত্র কার্যকর, স্থায়ী এবং টেকসই উপায় হিসাবে দেখা হয়েছে, যা সবার জন্য উপকারী।

সারসংক্ষেপের কাঠামো

এই গবেষণা সংক্ষেপ পাঁচটি বিভাগে বিন্যস্ত। প্রথম বিভাগ ব্যবসায় মডেল এবং সোর্সিং চর্চার উপরে আলোকপাত করার মাধ্যমে পোশাক শিল্পের বিকাশমান কাঠামো এবং একটি ক্রমশ অকল্পনীয় হয়ে ওঠা বিশ্বে আরও স্থায়িত্ব অর্জনের প্রচেষ্টাকে বিশ্লেষণ করে। দ্বিতীয় বিভাগ কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলায় নেয়া পদক্ষেপের কারণে পোশাক উৎপাদনে কী কী পরিবর্তন ঘটেছে, তা অনুসন্ধান করে এবং শ্রমিকদের উপরে এগুলোর প্রভাব নিরীক্ষণ করে। তৃতীয় বিভাগ পোশাক শিল্পে শ্রম পরিশাসনে উদীয়মান প্রবণতাগুলি পর্যবেক্ষণ করে। বিভাগ ৪ এশিয়া এবং বিশ্বব্যাপী পোশাক শিল্পের ভবিষ্যতের জন্য তিনটি সম্ভাব্য পরিস্থিতি উপস্থাপন করে। সমাপনী অংশটি সামনে এগিয়ে যাবার পথ দেখায় এবং নীতি বিষয়ক সুপারিশমালা উপস্থাপন করে।

1 ২০১৯ সালে বিশ্বের আনুমানিক ৭৫ শতাংশ গার্মেন্টস কর্মী এশিয়া এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থান করছিল (আইএলও ২০২০এ)।

▶ দীর্ঘমেয়াদী রীতিসমূহঃ পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ কোথায় যাচ্ছে?

মহামারী-পূর্ব বছরগুলিতে পোশাক শিল্প শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি দেখেছিল

পোশাকের বৈশ্বিক রপ্তানি মূল্য পরিমাপ করলে, বিগত দশকগুলোতে পোশাক শিল্পে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি দেখা যায়। বিশ্বব্যাপী পোশাক রপ্তানি বিশেষ করে ২০০১ সালে চীনের বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় যোগদানের পর বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এরপর থেকে এর বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে, যা শুধু ২০০৮-০৯ কালীন আর্থিক সংকট এবং ২০১৫-১৬ কালীন অর্থনৈতিক ধ্বসের কারণে ব্যাহত হয়, যাদের উভয়েই পোশাকের ব্যবসা এবং সামগ্রিক বাণিজ্য প্রবাহকে প্রভাবিত করেছে। বিশ্বব্যাপী পোশাক রপ্তানি ২০০১ সালে ৪৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ২০১৯ সালে ১,০৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। তবে শেয়ার বাজারের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, ১৯৯৫ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে পোশাক রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে। ২০০৮ সাল থেকে, বিশ্বব্যাপী পোশাক রপ্তানির প্রবৃদ্ধি গড়পড়তাভাবে পণ্যদ্রব্য রপ্তানির সামগ্রিক বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, যেখানে বিশ্বব্যাপী পণ্য রপ্তানির প্রায় ৫-৬ শতাংশ ধারাবাহিকভাবে পোশাকের দখলে ছিল।

কোভিড-১৯ সংকটের কারণে মূলত ২০২০ সালের প্রথমার্ধে পোশাকের বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। বিশ্বজুড়ে ভোক্তার চাহিদায় ধ্বস নামার সাথেসাথে প্রধান ভোক্তা বাজারগুলির কয়েকটি থেকে পোশাক আমদানি দ্রুত হ্রাস পেয়েছে, যার ফলে অসংখ্য কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের উপর এর বিরূপ প্রভাব পড়েছে। কিছু পোশাক উৎপাদনকারী দেশের পোশাক রপ্তানি ৭০ শতাংশ পর্যন্ত কমে গেছে (আইএলও ২০২০এ)।

▶ চিত্র ১. বৈশ্বিক পোশাক রপ্তানি, ১৯৯৫-২০১৯

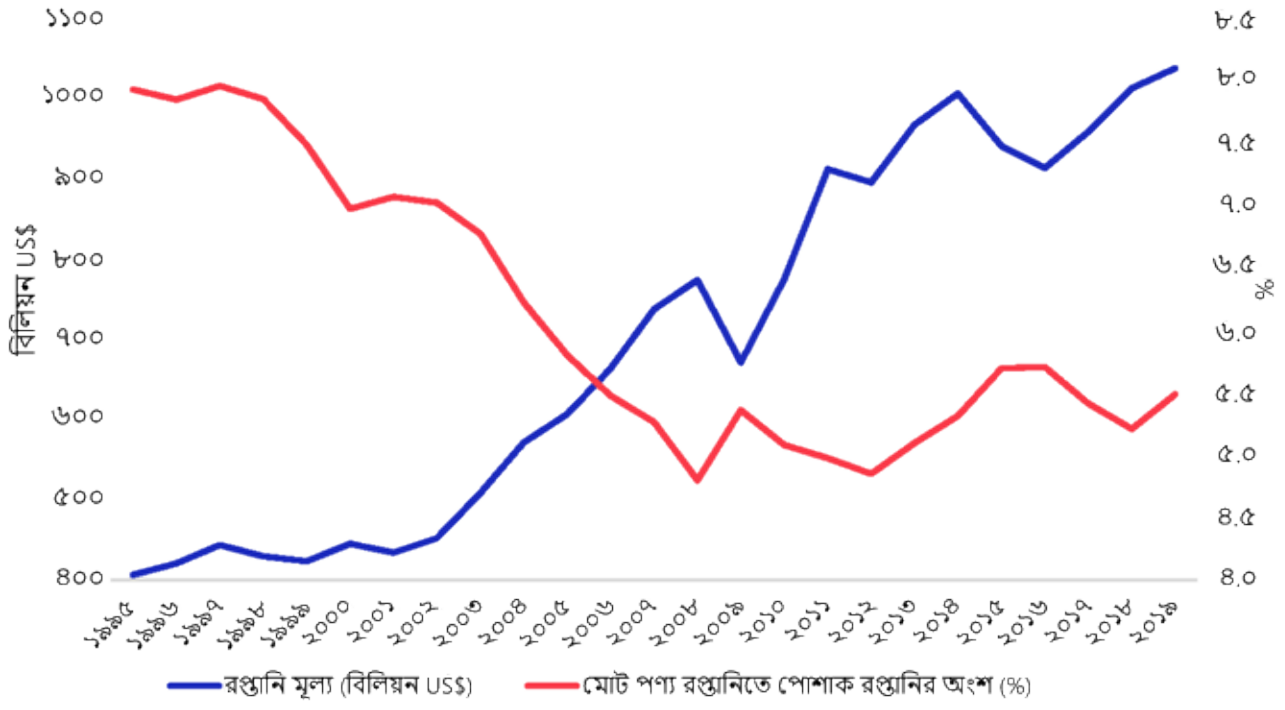

দ্রষ্টব্যঃ এই চার্টে দেখানো পোশাক রপ্তানির মধ্যে রয়েছে টেক্সটাইল ফাইবার, সুতা, কাপড়, পোশাক এবং পাদুকা {(স্ট্যান্ডার্ড আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শ্রেণীবিভাগের (এসআইটিসি) শ্রেণি ২৬, ৬৫, ৮৪ ও ৮৫-তে উল্লেখিত পণ্য}। এই শেয়ারটি রপ্তানি মূল্যের দিক থেকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

উৎসঃ UNCTADstat এর উপর ভিত্তি করে আইএলও-এর হিসাব।

বাজার কেন্দ্রিকীকরণ এবং একীভূতকরণ বৃদ্ধি পেয়েছে

যদিও মহামারী-পূর্ব বছরগুলিতে বাজার মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই খাত তার আকার বাড়িয়েছিল, সেইসাথে এখানে বাজার কেন্দ্রিকীকরণও বেড়ে চলেছিল। শীর্ষ দশটি পোশাকের ব্র্যান্ড ধীরে ধীরে বাজার শেয়ার দখল করছিল, যা ২০১১ সালে ৮.৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২০ সালে ১১.৪ শতাংশ হয়ে যায়। একইভাবে শীর্ষ দশটি পাদুকা ব্র্যান্ডও তাদের মার্কেট শেয়ার বৃদ্ধি করে, যা ২০১১ সালে ১৭.৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২০ সালে ২৯.১ শতাংশ হয়ে যায় (জুড ও জ্যাকসন ২০২১)।

পোশাক শিল্পে মাত্র ২০টি কোম্পানি প্রায় ৯৭ শতাংশ অর্থনৈতিক মুনাফা অর্জন করেছে; তাদের মধ্যে ১২টি কোম্পানি গত এক দশক ধরে অর্থনৈতিক মুনাফার ভিত্তিতে নির্ধারিত শীর্ষ ২০ কোম্পানির মধ্যে ছিল (ম্যাককিনসে অ্যান্ড কোম্পানি এবং বিওএফ ২০২০)। মহামারী যখন কর্পোরেট স্থায়িত্বের পরীক্ষা নিয়ে চলেছে এবং বৃহত্তম এবং সর্বাধিক মূলধনসম্পন্ন কোম্পানিগুলির প্রতি অনুকূলতা দেখিয়ে চলেছে, সেই মুহূর্তে পুনরুদ্ধারের বেলায় এই প্রবণতার কোন পরিবর্তন দেখতে পাওয়ার কথা নয়। উল্টো একীভূতকরণের সম্ভাবনা আরও বাড়তে পারে (আইএলও ২০২০ডি)।

ব্র্যান্ডগুলিও তাদের বিশ্বব্যাপী সরবরাহকারী কেন্দ্রগুলিকে একত্রিত করছে (জুড ও জ্যাকসন ২০২১)। প্রধান ব্র্যান্ডগুলো থেকে প্রাপ্ত প্রমাণাদি থেকে বোঝা যায় যে, সাপ্লায়ার নেটওয়ার্কগুলি বেশ উল্লেখযোগ্যভাবে সংকুচিত হয়েছে, যেখানে বহু সংখ্যক সাপ্লায়ার মাত্র কয়েকটি দেশে একত্রিত হয়েছে। এর একটি উদাহরণ হলো নাইকি, যেটি বিশ্বব্যাপী তার সোর্সিং কেন্দ্রগুলো থেকে জুতা কারখানার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে ফেলেছে, যা ২০১০ সালে ১৬৩টি থেকে ২০১৯ সালে ১১২ (-৩১ শতাংশ)-টিতে নেমে এসেছে। পোশাক কারখানার সংখ্যাও ২০১৯ সালে ৬৩১ থেকে ২০২০ সালে ৩৩৪ (-৪৭ শতাংশ)-টিতে নেমে এসেছে। শিল্প পর্যবেক্ষকরা অনুমান করেন যে, এই ধারা কোভিড-১৯ সংকট উত্তরণের পরেও অব্যাহত থাকবে (জুড ও জ্যাকসন ২০২১)।

একীভূতকরণ এবং কেন্দ্রিকীকরণ বৃহৎ ও বড় থেকে ছোট ক্রমানুসারে সাজানো সাপ্লায়ার গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু এদের মধ্যে বায়ার এবং সাপ্লায়ারদের মধ্যেকার ক্রিয়াকলাপের পুনর্বণ্টনও অন্তর্ভুক্ত, যেখানে সাপ্লায়াররা ধীরে ধীরে পণ্যের নকশা এবং উন্নয়ন, পন্য মজুত ব্যবস্থাপনা, মজুত ধরে রাখা, রসদপত্র, কারখানা নির্বাচন এবং বহু-কারখানাভিত্তিক উৎপাদন পরিকল্পনার মতো উপাদানগুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিচ্ছে (কুমার ২০২০)।

অনেক শিল্প পর্যবেক্ষক আশা করেন যে, প্রধানত ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে ক্ষুদ্র-ব্যাচের উৎপাদন মহামারী পরবর্তী সময়ে বৃদ্ধি পাবে (জুড ও জ্যাকসন ২০২১)। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, বাজারের এই অংশে গার্মেন্টস পরিচালিত সময় এবং মজুত "মেইড-ইন-ক্লাউড" প্রযুক্তির মাধ্যমে কমিয়ে আনা যায়, যার বৈশিষ্ট্য হলো স্বয়ংক্রিয় রিসোর্সিং, ব্যয় পরিকল্পনা এবং রসদ ব্যবস্থাপনার প্রক্রিয়াসমূহ (বিজনেসওয়্যার ২০২০) পরিচালনা করা। অন্তত স্বল্প থেকে মাঝারি মেয়াদের জন্যও এমন সম্ভাবনা খুব কম যে, বাজারের এই অংশে প্রবৃদ্ধি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছাবে, যেখানে এটি বিশাল সাপ্লায়ার গোষ্ঠীর উত্পাদনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবে (জুড ও জ্যাকসন ২০২১)।

একীভূতকরণ বৃদ্ধি পেয়েছে

সোর্সিং এর ভৌগোলিক নকশা সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়ে আসছে। চীন পোশাক ও পাদুকার একটি প্রধান উৎস হিসাবে রয়ে গেছে, যা ২০১৯ সালে বিশ্বের সর্বমোট রপ্তানির ৩৩ শতাংশ জুড়ে ছিল। যাই হোক, সাম্প্রতিক সময়ে রপ্তানির গতি নিম্নমুখী রয়েছে, যা ২০১৫ সালের ৩৭ শতাংশ থেকে ধীরে ধীরে নিচে নেমে এসেছে (চিত্র ২)। এই ধারার সাথে অনেক পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিভঙ্গির মিল আছে, যারা মনে করেন যে, চীনা পোশাক এবং পাদুকা উৎপাদনের উপর নির্ভরতা কমে আসছে (জুড ও জ্যাকসন ২০২১)।

চীন থেকে সোর্সিং সরে যাওয়ার ফলে বাংলাদেশ এবং ভিয়েতনাম সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে (চিত্র ৩)। বিশ্বে পোশাক ও পাদুকা রপ্তানিতে দুই দেশের সম্মিলিত শেয়ার ২০১৯ সালে ছিল চীনের শেয়ারের ৩৭ শতাংশের সমান, যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ ২০১৯ সালে তাদের সম্মিলিত জিডিপি চীনের জিডিপির ৪ শতাংশেরও কম ছিল। অন্যদিকে, এই পণ্যগুলিতে বিশ্বের রফতানির অংশ হিসাবে শ্রীলঙ্কা বা ভারতের মতো অন্যান্য দেশের পোশাক ও পাদুকা রপ্তানি স্থিতিশীল ছিল, এমনকি হ্রাসও পেয়েছে। যদিও চীনের বাইরে অন্যান্য দেশে উৎপাদন ক্ষেত্র বিস্তৃত করার ধারা কোভিড-১৯ মহামারীর পরেও চলমান থাকতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে এবং সত্যি বলতে, এর গতি আরও বাড়তে পারে, তবুও এই সংকট কিছু ফার্মকে সাপ্লাই চেইনের ঝুঁকিকে বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত করার জন্য আরও বিস্তৃত একটি সাপ্লায়ার ক্ষেত্রের গুরুত্ব পুনরায় বিবেচনা করে দেখতে প্রণোদিত করছে। কিছু শিল্প বিশ্লেষক বিশ্বাস করেন যে, এটি আফ্রিকার মতো অন্যান্য অঞ্চলে যে কোনো উল্লেখযোগ্য উপায়ে প্রসারিত হবে (আবদুল্লাহ ২০২১)।[2] যদিও গার্মেন্টস এবং পাদুকা উৎপাদন চীনের বাইরে সরে যাচ্ছে, তবুও চীনের বস্ত্র সম্ভবত আগামী বছরগুলিতে শিল্পের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়েই থাকবে। ২০১৯ সালে বিশ্বব্যাপী বস্ত্র রপ্তানির ৪০ শতাংশ চীনের দখলে ছিল, যা প্রায় ২০ বছর আগে শুরু হওয়া ক্রমবর্ধমান ধারা অব্যাহত রেখেছে (চিত্র ২)।

2 মহামারীর আগে মায়ানমার বিশ্বব্যাপী পোশাক সোর্সিংয়ের জন্য একটি প্রথম সারির নতুন গন্তব্য হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল, যদিও বাংলাদেশ ও ভিয়েতনামের মতো নিকটবর্তী প্রতিবেশীদের তুলনায় এটি আকারে একটু ছোট ও কম মূল্যবান। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে সামরিক অভ্যুত্থানের পর, একটি উত্পাদন কেন্দ্র হিসাবে এর ভবিষ্যত সম্পর্কে অনেক অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে, যদিও কিছু ব্র্যান্ড পূর্ববর্তী স্থগিতাদেশের পরে দেশটি থেকে সোর্সিং পুনরায় শুরু করেছে। এই সারসংক্ষেপের বিবরণে মায়ানমার সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য অভ্যুত্থানের আগে সংকলিত হয়েছিল।

▶ **চিত্র ২. পণ্যের শ্রেণিবিভাগ অনুযায়ী বিশ্ব রফতানির অংশ হিসাবে চীনের রপ্তানি (শতাংশ)**

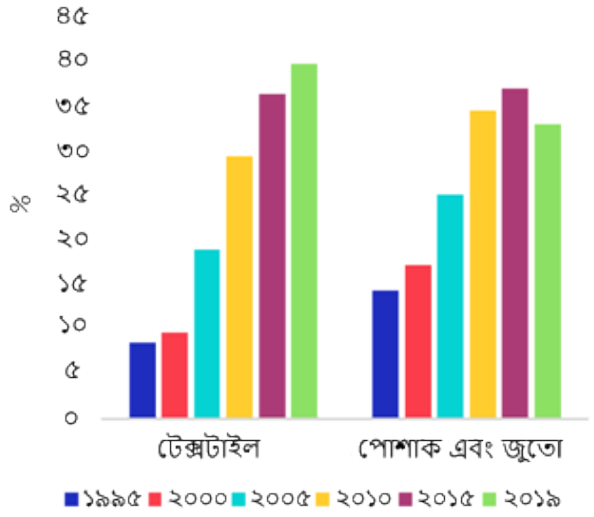

দ্রষ্টব্যঃ এই চার্টে দেখানো বস্ত্র রপ্তানি এসআইটিসি ক্যাটাগরি ৬৫-এর পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে। পোশাক এবং পাদুকা রপ্তানি এসআইটিসি ক্যাটাগরি ৮৪ এবং ৮৫-এর পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে।

উৎসঃ UNCTADstat এর উপর ভিত্তি করে আইএলও-এর হিসাব।

▶ **চিত্র ৩. বিশ্ব রপ্তানির অংশ হিসেবে পোশাক ও পাদুকা রপ্তানি, নির্বাচিত কয়েকটি দেশ (শতাংশ)**

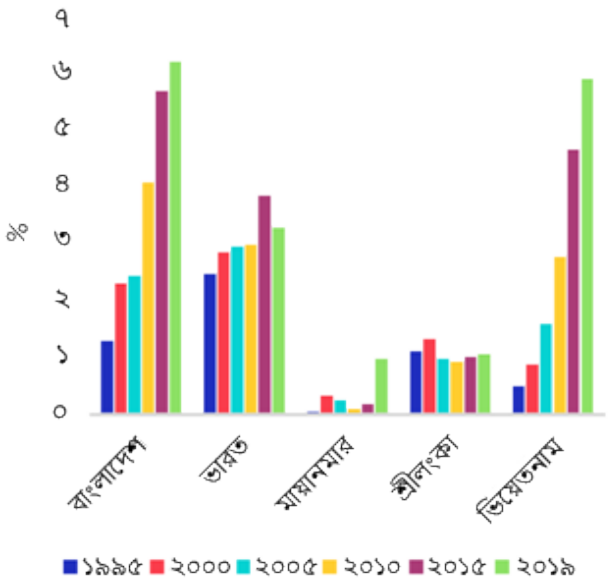

দ্রষ্টব্যঃ পোশাক এবং পাদুকা রপ্তানি এসআইটিসি ক্যাটাগরি ৮৪ এবং ৮৫-এর পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে।

উৎসঃ UNCTADstat এর উপর ভিত্তি করে আইএলও-এর হিসাব।

"গতি এবং নিয়ন্ত্রণ" এর উপর মনোনিবেশের মাধ্যমে সাপ্লাইয়ে নমনীয়তা বজায় রাখা এটি প্রধান ব্যবসায় মডেল

"ফাস্ট ফ্যাশন" ছিল কোভিড-১৯ মহামারীর অনেক আগে থেকেই পোশাক শিল্পের প্রধান ব্যবসায় মডেল, যেখানে ব্র্যান্ড এবং প্রস্তুতকারকারকরা বাজারজাতকরণের সময় কমিয়ে আনার জন্য ক্রমাগত চাপের মধ্যে ছিল, যা শিল্পের গতি ত্বরান্বিত করা এবং ফ্যাশন ধারার সাথে তাল মিলিয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পন্থা (বার্গ ও অন্যান্য ২০১৮)। মহামারীর পূর্বে কিছু ফ্যাশন ব্র্যান্ডের জন্য বাজারজাতকরণ করার সময় মাত্র এক মাস বা তারও কম ছিল (দ্য ইকোনমিস্ট ২০০৫; বার্গ ও অন্যান্য ২০১৮)।

২০১০ সালে জারা/ইন্ডিটেক্স দ্বারা একটি গবেষণায় সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে নমনীয়তা বা তা স্থগিত করার জন্য অপরিহার্য ফাস্ট ফ্যাশন কৌশলটি তৈরি করা হয়েছিল। মডেলটি দোকানে দরপতন এবং মজুত ঘাটতি থেকে ক্ষতি কমিয়ে রাজস্ব বাড়ানোর চেষ্টা করে। এই গবেষণায় দেখা গেছে যে, ৫ শতাংশ রাজস্ব বৃদ্ধির ফলে মুনাফা এবং বাজার মূলধন দুই অংক পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়, যেখানে মুনাফা থাকে (২২ থেকে ২৮ শতাংশের মধ্যে) এবং বাজার মূলধন থাকে (৩০ থেকে ৪৩ শতাংশের মধ্যে), কারণ সাপ্লাইয়ের নমনীয়তা কাঁচা মাল মজুতের খরচ কমাতে সাহায্য করে (হাউসম্যান ও থরবেক ২০১০)। যদিও এর থেকে অনুমিত লাভের অংক বেশ বড়, কিন্তু এই কৌশলটির সাফল্য নির্ভর করে বেশ কয়েকটি শর্তের উপর, যার মধ্যে রয়েছে চাহিদা এবং ঝুঁকির সঠিক পূর্বাভাস, উপকরণ, উৎপাদন ও পরিবহন ক্ষমতার পূর্ব-প্রতিশ্রুতি, এবং যতদিন সম্ভব মজুতের পরিমাণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত করে রাখা (হাউসম্যান ও থরবেক ২০১০)।

যদিও জারা ব্লুপ্রিন্ট একটি ভালো উদাহরণ, তবে এই ধরনের সুশৃঙ্খল, তথ্য-সচেতন পরিকল্পনা কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া এই শিল্পে আজ পর্যন্ত বিরল। শিল্প বিশেষজ্ঞরা এই বিষয়ের উপরে আলোকপাত করেন যে, বিশেষ করে ইলেকট্রনিক্স এবং স্বয়ংচালিত শিল্পের মতো ব্যাপকভাবে বিস্তৃত শিল্পের তুলনায় কিভাবে সার্বিক দিক থেকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রক্রিয়া বিবেচনায় এই খাতটিতে পরিবর্তনের গতি মন্থর রয়ে গেছে, এবং একই সাথে তা অপচয়পূর্ণ এবং অত্যন্ত অদক্ষ রয়ে গেছে (জুড ও জ্যাকসন ২০২১)। শিল্প বিশেষজ্ঞদের মতে মূল্যহ্রাস, অত্যধিক কাঁচা মালের মজুত এবং দুর্বল পূর্বাভাস দ্বারা সৃষ্ট চরম ক্ষয়ক্ষতি রোধ করার পরিবর্তে মহামারী-পূর্ব সময়ে ব্র্যান্ডগুলি তাদের লাভের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য শ্রমিক এবং সাপ্লায়ারদের উপর চাপ বাড়িয়ে তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়ার দক্ষতা এবং দাম সুরক্ষার দিকে মনোনিবেশ করা অব্যাহত রেখেছে (রবিনসন ও অন্যান্য ২০১৯; ভন-হোয়াইটহেড এবং ক্যারো ২০১৭)।

মহামারী-সম্পর্কিত কর্মস্থল এবং ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞাগুলি পরিকল্পনা ও উৎপাদনের সংখ্যায়নকে (ডিজিটালাইজেশন) ত্বরান্বিত করেছে। এটি বাজারজাতকরণের সময় সংক্ষিপ্ত করাকে অব্যাহত রাখার ক্ষমতা রাখে (জুড ও জ্যাকসন ২০২১)।

গতানুগতিক বাজারের কাছাকাছি উৎপাদন কেন্দ্র স্থানান্তরের ক্ষমতা এখন পর্যন্ত সীমিত রয়ে গেছে

গতানুগতিক বাজারের কাছাকাছি উৎপাদন কেন্দ্র স্থানান্তর বলতে ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার প্রধান বাজারের কাছাকাছি পোশাক উৎপাদন ক্ষেত্রের পুনরায় উত্থানকে বোঝানো হয়। এটি হওয়ার সম্ভাবনা কতটুকু, এশিয়ার গার্মেন্টস কর্মীদের কতটা এবং কিভাবে এটি প্রভাবিত করতে পারে, তা এই শিল্পের ক্ষেত্রে প্রধান জিজ্ঞাসা হয়েই আছে।[3]

প্রমাণ থেকে দেখা যায় যে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন বায়াররা এবং ইউরোপীয় কমিশন বুলগেরিয়া, মিশর, মরক্কো এবং তুরস্কের মতো দেশে, যারা ইতিমধ্যেই ইউরোপীয় ব্র্যান্ড সরবরাহ করছে, তাদের পোশাক সম্পর্কিত বাণিজ্য শুল্ক হ্রাসের মাধ্যমে আরও কাছাকাছি আনার সুযোগ খুঁজছে (আরনেট ২০২০)। তবে যাই হোক, উৎপাদন কেন্দ্র কাছাকাছি আনার প্রত্যাশা একটু অতিরঞ্জন হয়ে যেতে পারে, কারণ এই ধরনের একটি ধারা শেষ পর্যন্ত এই দেশগুলির অনেকের উৎপাদন ক্ষমতার সীমাবদ্ধতার কারণে সীমিত হয়ে পড়তে পারে (জুড ও জ্যাকসন ২০২১)।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, চীনের সাথে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক সংঘর্ষ, সেইসাথে মহামারী চলাকালীন বহুল প্রচারিত সাপ্লাইয়ে ব্যাঘাতের কারণে মহামারী-পরবর্তী সময়ে মধ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-কেন্দ্রিক পোশাক উৎপাদনকে আমেরিকার কিছু অংশে নিয়ে আসার পুরনো প্রস্তাবনা পুনরায় সামনে এসেছে। যাই হোক, বাংলাদেশ, চীন এবং মেক্সিকোতে তৈরি পোশাকের জন্য “ল্যান্ডেড কস্ট”[4] -এর সাম্প্রতিক তুলনা অনুযায়ী, গুয়াতেমালা, হাইতি, হন্ডুরাস, মেক্সিকো এবং নিকারাগুয়ার সাথে দীর্ঘমেয়াদী বাণিজ্য চুক্তি থাকা সত্ত্বেও উত্পাদন স্থানান্তর করে কাছাকাছি আনার পেছনে খুব বেশি প্রণোদনা নাও থাকতে পারে (রবিনসন ও অন্যান্য ২০১৯)।[5] ইউরোপীয় ইউনিয়নের উৎপাদন কেন্দ্র কাছাকাছি আনার ক্ষেত্রে যেমন হয়েছে, তেমনি মধ্য আমেরিকাতেও সক্ষমতা একটি বাধা সৃষ্টি করবে, বিশেষ করে এর সীমিত কাপড় উৎপাদন পরিকাঠামো (ফাইবার টু ফ্যাশন ২০২০)। এবং বিশেষজ্ঞরা যেখানে লক্ষ্য করেছেন যে, মার্কিন বায়াররা মহামারীর পরে নতুন সুযোগের আশায় এই অঞ্চলের দিকে আবার তাকিয়ে থাকতে পারে, সেখানে ক এশিয়ার সাথে সম্পর্কিত নিয়ামকগুলি, যেমন কাঁচামালের সহজলভ্যতা, এই সম্ভাবনাগুলির উপর ব্যাপকভাবে তাদের প্রভাব বজায় রাখবে (জুড ও জ্যাকসন ২০২১)।

মহামারীর পরেও, বেশিরভাগ উৎপাদন কেন্দ্রের উপর চীনের নিয়ন্ত্রণ এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কিছু অংশে অব্যাহত স্বল্প মজুরির শ্রম সরবরাহের সংমিশ্রণ এই শিল্পে সোর্সিং-এর ভৌগোলিক অবস্থান নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বাজারগুলোর কাছাকাছি ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, কিছু শিল্প পর্যবেক্ষক এখনও মনে করেন যে, মহামারীর পরে কিছু পণ্য, বিশেষ করে উচ্চ মূল্যের পোশাক এবং জুতা, যেগুলোর উৎপাদন প্রক্রিয়া উচ্চমাত্রায় স্বয়ংক্রিয়, সেগুলোর উৎপাদন কেন্দ্র কাছাকাছি আনার প্রবণতা বাড়বে। একরৈখিক “ফরমাশ নাও-উৎপাদন করো-হস্তান্তর করো” উৎপাদন ব্যবস্থার টেকসই বিকল্প হিসেবে চক্রাকার বা সার্কুলার বিজনেস মডেলের দিকে মনোযোগ বদলানোর ফলে উৎপাদন কেন্দ্র কাছাকাছি সরিয়ে আনার প্রবণতা তৈরি হতে পারে (ম্যাককিনসে অ্যান্ড কোম্পানি ২০১৮)। মোজা এবং অন্তর্বাসের মতো মৌলিক পণ্য, যেগুলো উৎপাদনের ক্ষেত্রে গতি সংক্রান্ত আদেশ-নিষেধ কম, সেগুলোর উৎপাদন এশিয়ার মতো “গতানুগতিক” উত্পাদন কেন্দ্রেই নির্দিষ্ট থাকবে (জুড ও জ্যাকসন ২০২১)।

স্বয়ংক্রিয়করণ তুলনামূলকভাবে ধীর হয়েছে

স্বয়ংক্রিয়করণ সহ প্রযুক্তিগত পরিবর্তনগুলি পেশার উপর ধ্বংসাত্মক এবং রূপান্তরকারী প্রভাব ফেলতে পারে এবং তার ফলে দক্ষতার প্রয়োজনীয়তার উপরেও একই ধরনের প্রভাব পড়তে পারে (আইএলও ২০২০ই)। পোশাক শ্রমিকদেরকে যন্ত্র দিয়ে প্রতিস্থাপন করার সিদ্ধান্ত মজুরি স্তর, নতুন প্রযুক্তি, উপস্থিত মূলধন, শ্রমিকদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা এবং অবশ্যই, ভোক্তাদের চাহিদা অপরিবর্তনীয় থাকবে বা আরও বৃদ্ধি পাবে, এই প্রত্যাশার উপর নির্ভর করে। গার্মেন্টস উৎপাদনে স্বয়ংক্রিয়করণ অন্যান্য উৎপাদন খাতের তুলনায় ধীরগতিতে হয়ে এসেছে, যেমনটি এই খাতে রোবটের বিক্রি কম হওয়া থেকে প্রমাণিত হয়েছে[6](কুসেরা ও বার্সিয়া ডি ম্যাটোস ২০২০)। এর পেছনে অনেকাংশে রয়েছে বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া এবং ভিয়েতনামের মতো প্রভাবশালী পোশাক উৎপাদনকারী দেশগুলিতে তুলনামূলক কম মজুরি (আইএলও ২০১৯ক)। এক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম হল চীন, যার পোশাক শিল্প স্বয়ংক্রিয়করণ প্রযুক্তিতে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ করেছিল এবং একই সাথে ২০০৫ সালে মাল্টি-ফাইবার অ্যারেঞ্জমেন্টের পরপর উচ্চ মূল্য সংযোজিত পণ্যের দিকে ঝুঁকেছিল (ভ্যান্ডেনবুশ ও অন্যান্য ২০১৩)।

পোশাক খাতে স্বয়ংক্রিয় উৎপাদনও খুব একটা সহজসাধ্য নয়। কাপড় সেলাইয়ের সময় একে টুকরো করে কাটতে এবং সেগুলোকে জায়গামতো ধরে রাখার জন্য কয়েক ডজন জটিল সঞ্চালক প্রয়োজন। ক্যামেরা, ম্যাপিং প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং অ্যালগরিদমের পাশাপাশি ভ্যাকুয়াম, রোবোটিক অস্ত্র এবং রোলার (জটিল প্রযুক্তি ২০১৯) ব্যবহার করে জটিল যান্ত্রিক কৌশলের সাহায্যে কেবলমাত্র উন্নত সেলাইবট বা স্বয়ংক্রিয় সেলাই যন্ত্রই এই জটিল প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে পারে। স্বয়ংক্রিয়করণ পদ্ধতিগুলো ব্যয়বহুল এবং এগুলো স্থাপনের কথা বিবেচনা করার আগে উপযুক্ত ক্ষেত্রে নতুন কর্মশক্তির দক্ষতা প্রয়োজন (বার্সিয়া ডি ম্যাটোস ও অন্যান্য ২০২০)।

---

3 এশিয়ায় গতানুগতিক উৎপাদন কেন্দ্রগুলি (যেখানে আয় এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী বৃদ্ধি পাচ্ছে) পোশাকের জন্য ক্রমবর্ধমান ভোক্তা বাজার হয়ে ওঠার সাথেসাথে, উৎপাদন ধরে রাখার- এমনকি পুনরায় এসব অঞ্চলে উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করার চাপ- উৎপাদন কেন্দ্র কাছাকাছি (ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার দিকে) আনার চলতি ধারার জন্য বিপরীত শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হতে পারে। এই গবেষণা সংক্ষেপে, আমরা কেবলমাত্র ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার বর্তমান প্রধান ভোক্তা বাজারের দিকে উৎপাদন কেন্দ্র পুনরায় স্থানান্তরের বিষয় উল্লেখ করেছি।

4 “ল্যান্ডেড কস্ট” হলো পণ্য পরিবহনকারী যান এবং পণ্য পরিবহন সহ কোম্পানির স্টকে পণ্য রাখার খরচ।

5 এই শিল্পের হিসাবনিকাশের আরেকটি অংশ পরিচিত মহলে ফিরে আসার পরামর্শ দেয়: নভেম্বর ২০২০-এ আর্ন্সট ও ইয়াং জরিপে দেখা গেছে যে, ৩৭ শতাংশ ব্যবসায়ী নেতারা ইউরোপে উত্পাদন পরিষেবা ফিরিয়ে আনার কথা ভাবছেন, যা মে মাসে ৮৩ শতাংশ থেকে নেমে এসেছে। এশিয়ার এই মহামারী থেকে সেরে ওঠার সাথে সাথে, “তাদের সরবরাহ শৃঙ্খলে আরও বাধা সৃষ্টি না করার” বাণিজ্যিক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে (অ্যালডারম্যান ২০২০)।

6 লেকট্রনিক্স এবং স্বয়ংচালিত শিল্পে রোবট বিক্রয় ২০১৬ সালে প্রায় ১০০,০০০ ইউনিট ছিল, যা বস্ত্র, পোশাক এবং পাদুকা শিল্পে ৩০০ ইউনিটে পৌঁছেছিল (কুসেরা এবং বার্সিয়া ডি ম্যাটোস ২০২০)।

যদিও সেলাইয়ের মতো মূল প্রক্রিয়াগুলি এই শিল্পক্ষেত্র জুড়ে অস্বয়ংক্রিয় রয়ে গেছে, তবুও কাটিং, ফিটিং এবং অন্যান্য সহায়ক কাজের মতো সাহায্যকারী ছোটখাটো প্রক্রিয়াগুলিকে স্বয়ংক্রিয় করার ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। শিল্পে মহামারী পরবর্তী চাপগুলি সম্ভবত নতুন সেলাই প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে তুলবে। কিন্তু কেমন গতি বা কত পরিসরে এটি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তা অস্পষ্ট রয়ে গেছে (জুড ও জ্যাকসন ২০২১)।

মহামারীর বৈশিষ্ট্য হিসেবে ই-কমার্সের আবির্ভাব

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পোশাক ব্যবহারের ধরন পরিবর্তিত হচ্ছে। এই মহামারী অনেক আগে থেকে বিদ্যমান ধারাগুলোকে আরও বেশি উজ্জীবিত করবে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় কয়েকটি ভোক্তা সংক্রান্ত বাজারে ভোক্তাদের উপরে পরিচালিত ডেলোইটের প্রাক-মহামারী জরিপের ফলাফল নির্দেশ করে যে, ২০৩০ সালের মধ্যে বিশেষ করে চীন এবং ভারতের মতো প্রধান আঞ্চলিক অর্থনীতিতে অনলাইন পোশাক এবং পাদুকা ব্যবহার অনেক বড় একটি অংশ জুড়ে থাকবে (চিত্র ৪)। মহামারী চলাকালীন প্রধান ব্র্যান্ডের (গার্মেন্টস এবং পাদুকা) উপাত্ত থেকে বোঝা যায় যে, এই ধারাটি পোশাক শিল্পের পুনরুদ্ধারকে আরও ত্বরান্বিত করবে- আর এটি এমন একটি প্যাটার্ন, যা সামগ্রিকভাবে খুচরো খাতে ই-কমার্স সেলসের সাধারণ বৃদ্ধির ধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে (ইউএনসিটিএডি ২০২০)।

জুড এবং জ্যাকসনের (২০২১) মতে, বেশ কয়েকটি খুচরা পোশাক বিক্রেতা মহামারীর ফলে ২০২০ সালে উল্লেখযোগ্য রাজস্ব ক্ষতির কথা জানিয়েছে। তবুও, অনলাইনে বিক্রিতে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির কারণে দোকানের বিক্রিতে তাদের ক্ষতি অন্তত আংশিকভাবে পুষিয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ, ইউনিক্লো/ ফাস্ট রিটেইলিং কো. তাদের ই-কমার্সে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির কথা জানিয়েছে, যেখানে অনলাইন বিক্রয় প্রায় ২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে (মোট বিক্রয়ের ১৫ শতাংশ)। আরেকটি উদাহরণ হল পিভিএইচ, ২০২০ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে যার অনলাইন বিক্রি বিগত বছরের তুলনায় ৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এছাড়াও, খুচরা বিক্রেতা, গ্যাপ (জিএপি) ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২০ সালে অক্টোবরের শেষের দিকে অনলাইনে বিক্রিতে ৫৬ শতাংশ বৃদ্ধি রেকর্ড করেছে (মোট বিক্রির ৪৫ শতাংশ)।

সংকটের পূর্বে, ব্যক্তিগতভাবে খুচরা খাত একটি বুদবুদের মতো ছিল, যখন পণ্য ও খুচরা বিক্রয়কেন্দ্র এবং উচ্চ পর্যায়ের কাঁচা মালের মজুত ফুলেফেঁপে উঠেছিল (জুড ও জ্যাকসন ২০২১)। মহামারী চলাকালীন সেই বুদবুদটি পরবর্তীকালে নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে ব্র্যান্ড এবং খুচরা বিক্রেতারা তাদের ব্যবসাতে অনেকগুলো নকশা, পরিকল্পনা এবং উত্পাদন উপাদানে পরিবর্তন আনতে এবং ডিজিটালাইজেশনের গতি বাড়াতে বাধ্য হয়েছে।

▶ চিত্র ৪. পোশাক খাতে ই-কমার্স , ২০১৯ এবং ২০৩০ (প্রক্ষেপণ)

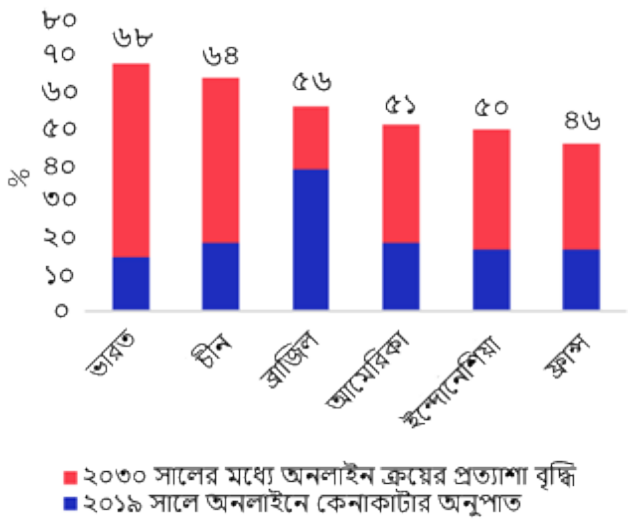

উৎসঃ ডেলয়েট ২০২০।

কাস্টমাইজেশন (চাহিদা অনুযায়ি পরিবর্তন) এবং "চক্রাকার যাত্রাপথ" গুরুত্বপূর্ণ ধারা হিসেবে রয়ে গেছে

পুনরায় বিক্রয়, জমা (subscription) এবং কাপড় ভাড়া দেয়া এমন একটি নকশা, উত্পাদন এবং ব্যবহার, যা পোশাকের ব্যবহার এবং পুনর্ব্যবহার বৃদ্ধি করে এবং নিরাপদ এবং পুনরায় নবায়নযোগ্য সামগ্রী ব্যবহার করে। এটি একটি ক্রমবর্ধমান ধারা, এবং এই মহামারী উন্নত বাজার ভোক্তাদের মধ্যে তথাকথিত "পুনর্ব্যবহারের দিকে সরে আসাকে" ত্বরান্বিত করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। ইউরোপীয় এবং আমেরিকান রিসেল বা পণ্য পুনরায় বিক্রয়ের বাজারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর সেইসাথে প্রধান সেকেন্ড-হ্যান্ড পণ্যের খুচরা বিক্রেতাদেরও আবির্ভাব ঘটছে (ডিলয়েট ২০২০; জুড ও জ্যাকসন ২০২১)। সেকেন্ড হ্যান্ড পোশাকের প্রতি তরুণ প্রজন্মের প্রাধান্য ক্রমশ বেড়েই চলেছে (ডেলিসিও ২০২০)। তবুও, বিশেষ করে তাদের পরিবেশগত দিকগুলি আরও ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায় যে, এই বিকল্প খরচ মডেলের ভবিষ্যত সম্পর্কে এখনও যথেষ্ট অনিশ্চয়তা রয়েছে।[7]

ফ্যাশন চর্চায় দীর্ঘমেয়াদী পরিবর্তনগুলি কাস্টমাইজেশনের গতি বাড়িয়ে দিচ্ছে। ক্ষুদ্র-ব্যাচ বা চাহিদা-সাপেক্ষ মডেলগুলি গ্রাহকদের জন্য অ্যালগরিদমভিত্তিক ফিটিং এবং থ্রি-ডি বা ত্রিমাত্রিক বুনন ব্যবহার করে দক্ষতা এবং সীমানা বৃদ্ধি করতে পারে। আরও গতানুগতিক খুচরা বিক্রেতাদের জন্য, এই নতুন মডেলগুলি পণ্য মজুতে অব্যবস্থাপনাজনিত ক্ষতি হ্রাস করে, যে অব্যবস্থাপনার ফলে মূল্যহ্রাস এবং স্টকআউট দেখা দেয় (নিশিমুরা ২০২১)।

7 জুড এবং জ্যাকসন (২০২১) একটি প্রধান ব্র্যান্ডের সাম্প্রতিক মূল্যায়নের উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন যে গ্রাহকদের ভাড়া করা পোশাকের আকাশপথে পরিবহনের খরচ "চক্রাকার" অর্থনীতির মুনাফাকে ছাড়িয়ে গেছে।

অতি সম্প্রতি, পোশাক শিল্প "চক্রাকার যাত্রাপথের" ধারণাকে পরিচিতি করেছে, যার মধ্যে সমস্ত উপকরণ পুনর্ব্যবহার এবং পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করা এবং বর্জ্য ও দূষণ দূর করার ধারণা অন্তর্ভুক্ত। এই বিকল্প ধারণা অনুযায়ী, ব্যবসা, ভোক্তা এবং পরিবেশের জন্য ফ্যাশনকে সমূল, স্বচ্ছ এবং আরও টেকসই করার কথা রয়েছে।[8]

পোশাক শিল্পের প্রভাবশালী মডেল এখন পর্যন্ত সরলরৈখিক রয়ে গেছে। ফ্যাশন শিল্পে টেকসই অগ্রগতির গতি ধীর হয়ে পড়েছে। এমনকি মহামারী-পূর্ব সময়েও এটি ফ্যাশন শিল্পের বৃদ্ধির ক্ষতিকর প্রভাব রোধে যথেষ্ট দ্রুত গতিতে এগুচ্ছিল না (জিএফএ, বিসিজি এবং এসজিসি ২০১৯)। এছাড়াও, প্রাক-মহামারী সময়ে এশিয়ার ৪.৩ বিলিয়ন ভোক্তাদের মধ্যে দ্রুত আয় বৃদ্ধির আনুমানিক পরিমাণ এবং নতুন পোশাক বিক্রিতে ৪-৫ শতাংশ বার্ষিক বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি পোশাকের পুনর্ব্যবহার এবং পুনরায় বিক্রির বৃদ্ধিকে বহুলাংশে ছাড়িয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে (ইআইইউ ২০১৩; জিএফএ, বিসিজি এবং এসজিসি ২০১৯; হল ২০১৭)।
পরিবেশের প্রতি অঙ্গীকারে অগ্রগতির পরিমাপ এবং প্রকাশের জন্য বিজ্ঞান এবং অবকাঠামো– যেমন, পুনরুৎপাদনশীল কৃষি এবং সিন্থেটিক ফাইবার বা কৃত্রিম তন্তুর ব্যবহারে ক্রমশ উন্নতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু এই প্রচেষ্টার সাম্প্রতিক সমষ্টিগত বিশ্লেষণ এবং তাদের ফলাফলগুলি শিল্পের লক্ষ্য, চর্চা এবং ফলাফলের মধ্যে অসামঞ্জস্যকে তুলে ধরে, এমনকি শিল্পের সর্বাধিক উন্নত টেকসই উদ্যোগগুলি নিম্নগামী মূল্য চাপের মুখে খুব কমই প্রভাব তৈরি করতে পেরেছিল (লোলো এবং ও'রুরকে, ২০২০এ)।

উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, ভোক্তা স্থায়িত্ব সম্পর্কিত অনুভূতি এবং তাদের প্রকৃত ব্যয়ের (হোয়াইট, হার্ডিস্টি এবং হাবিব ২০১৯) মধ্যে একটি স্থায়ী "পরিকল্পনা-বাস্তবায়ন ফারাক" রয়েছে। গার্মেন্টস সাপ্লাই চেইনে শ্রম অধিকার এবং এর জন্য পরিবেশকে যে মূল্য দিতে হচ্ছে, সে সম্পর্কে ভোক্তাদের উদ্বেগ ক্রমে বেড়ে চলেছে, অথচ, গবেষকরা বলছেন যে, যে সকল পোশাকের উৎপাদন খরচে এসব ব্যয় অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেগুলোর (ভাল সামাজিক ও পরিবেশগত মানগুলির) মূল্য দেবার বেলায় ভোক্তাদের মধ্যে অনীহা দেখা যায়। ভোক্তাদের উদ্বেগ বাড়তে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। মহামারীটি শ্রমিকদের কষ্টের অনেক গল্প সামনে আনছে, যার বেশিরভাগই মূলধারার মিডিয়াগুলি উপস্থাপন করছে।

জলবায়ু পরিবর্তনে অবদান রাখার পাশাপাশি পোশাক শিল্প এর বিরূপ প্রভাবেরও শিকার হতে পারে

সামাজিক এবং পরিবেশগত সমস্যাগুলিকে আলাদা করে বিচার করার কারণে গার্মেন্টস শিল্পে একটি সঠিক পরিবর্তনের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে।

গার্মেন্টস শিল্পে জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব এখন পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়িত্ব সম্পর্কিত বিতর্কে খুব কম গুরুত্ব পেয়েছে। কারণ, এই বিষয়টি মূলত এই খাতে পরিবেশগত ও কার্বনের উপস্থিতি সংক্রান্ত এবং ব্যাপক পরিমাণ অতিরিক্ত উৎপাদন এবং (পোশাকের) স্বল্প ব্যবহারের পরিণতিকে ঘিরে বিতর্কের কারণে চাপা পড়ে গেছে (জুড ও জ্যাকসন ২০২০)।

জলবায়ু পরিবর্তন সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং চরম আবহাওয়াজনিত দুর্যোগগুলিতে প্রভাব রাখবে, যা ঢাকা, হো চি মিন সিটি এবং জাকার্তার মতো সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে অবস্থিত সাপ্লায়ার এবং কারখানাকে প্রভাবিত করবে। আপাতত, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে চাকরি এবং আয়ের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার জন্য বায়ার বা সাপ্লায়ারদের কারো কোনো পরিকল্পনা আছে বলে মনে হচ্ছে না, এবং একে তারা কেউই আসন্ন হুমকি হিসাবে বিবেচনা করছে না (জুড ও জ্যাকসন ২০২১)।[9]

সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রভাবের প্রতি বায়ারদের মনোযোগের আপেক্ষিক অভাব এই খাতে বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রকৃতিকে তুলে ধরে। অধিকাংশ ক্রেতা তাদের সাপ্লায়ার কারখানার মালিক নন। আর তাই, তাদের সাপ্লায়াররাই মূলত ভয়াবহ বন্যার মতো ঝুঁকির মুখে পড়ে। ভালো পুঁজিসম্পন্ন, আন্তর্জাতিক সাপ্লায়াররা প্রয়োজনে নিচু ভূমির কেন্দ্রগুলি থেকে সরে গিয়ে উৎপাদন কেন্দ্রগুলো উচ্চ ভূমিতে স্থানান্তর করবে বলে আশা করা যেতে পারে। কিন্তু, ক্ষুদ্রতর পরিসরে এবং প্রায়ই স্থানীয় মালিকানাধীন সাপ্লায়ারদের হাতে বিকল্প কম থাকে।

উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের পোশাক শিল্প বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। কর্মক্ষেত্রে স্থানান্তর করতে সক্ষম এবং ইচ্ছুক কর্মী বাদে বাকি কর্মীদের হাতেও বিকল্প খুব কম।

এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি কেন্দ্রগুলিতেও তাপমাত্রা প্রচণ্ডভাবে বেড়ে চলেছে। এই এলাকাগুলো সাধারণত ইতিমধ্যেই বিদ্যমান চরম তাপমাত্রা দ্বারা প্রভাবিত এবং এসব স্থানের পোশাক কারখানাগুলি বেশিভাগই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত নয় (জুড ও জ্যাকসন ২০২১)। তীব্র তাপের কারণে দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্যগত পরিণতি হতে পারে পানিশূন্যতা, হিট স্ট্রোক এবং এমনকি কর্মক্ষেত্রের রাসায়নিকের বাষ্পীভবন থেকে বিষক্রিয়ার ঝুঁকি (আইএলও ২০১৯ডি)। এটি শ্রমিক এবং সাপ্লায়ারদের জন্য আরও সম্ভাব্য ঝুঁকি নিয়ে আসে: যেমন, অসুস্থতার কারণে অনুপস্থিতি এবং আয়ের ক্ষতি, কম উত্পাদনশীলতা এবং দীর্ঘ কর্মঘণ্টা (সোমানাথন ও অন্যান্য ২০২১; সেবাস্তিও ২০১৮)। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির তুলনায় (যার ব্যবস্থাপনার জন্য সামগ্রিক অর্থনীতিব্যাপী সরকারী প্রচেষ্টার প্রয়োজন) তাপমাত্রাজনিত ঝুঁকিগুলি পৃথকভাবে মোকাবেলা ও ব্যবস্থাপনা করা সাধারণত সরকার এবং পোশাক শিল্পের জন্য সহজ হয় (প্রধানত এ কারণে যে, বিল্ডিং ডিজাইন, বায়ুচলাচল এবং শীতলীকরণ সিস্টেমে বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়)।[10]

8 ইউরোপীয় কমিশন চক্রাকার অর্থনীতির জন্য টেক্সটাইলকে একটি অগ্রাধিকার পণ্য শ্রেণী হিসেবে চিহ্নিত করেছে এবং নেদারল্যান্ডসের মতো দেশগুলি এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করতে শুরু করেছে।
9 জুড এবং জ্যাকসন (২০২১) ঢাকা, হো চি মিন সিটি এবং গুয়াংঝো সহ এশিয়ার বিশিষ্ট স্থানে পোশাক ও পাদুকা কারখানা উৎপাদন এলাকার উপরে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির প্রভাবের চাক্ষুষ উপস্থাপনার সাথে এই ধারাগুলির আরও ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।
10 গার্মেন্টস সেক্টরে ছোট এবং কম পেশাদারী উৎপাদন ব্যবসার মধ্যে তাপের ঝুঁকি মোকাবেলায় উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জ রয়েছে, বিশেষ করে যেখানে শক্তির ব্যবহার এখনও প্রচলিত কার্বনমুখী উত্সের উপর নির্ভরশীল।

নতুন জোট বায়ার-সাপ্লায়ার সম্পর্কের পুনর্বিবেচনাকে অনুপ্রাণিত করতে পারে

মহামারীটি পোশাক শিল্পে বায়ার এবং সাপ্লায়ারদের মধ্যে বৃহত্তর লেনদেনের সম্পর্কের "পুনর্বিবেচনা" নিয়ে অনেক বিতর্কের সূত্রপাত করেছে। বিজনেস অফ ফ্যাশন এবং ম্যাককিনসে অ্যান্ড কোম্পানি (২০২০) রিপোর্ট করেছে যে, তারা যে সোর্সিং প্রতিনিধিদের উপরে জরিপ চালিয়েছে, তাদের মধ্যে ৭৩ শতাংশ মহামারী-পরবর্তী সময়ে "আরও দৃঢ় অংশিদারিত্বের" ভরসায় আছে। বায়ার, ভেন্ডর এবং সাপ্লায়ারদের মধ্যে দীর্ঘদিনের বিভাজন এবং বিশ্বাসের ঘাটতির কারণে শিল্পের মধ্যে অনেক সংশয় রয়ে গেছে- আর মহামারী চলাকালীন নেওয়া বাণিজ্যিক সিদ্ধান্ত এসব ঘাটতি দূর করতে সাহয্যে করেনি (জুড ও জ্যাকসন ২০২১; অ্যানার ২০২০)।

"পার্টনারশিপ" বলতে সরবরাহ শৃঙ্খলে ঝুঁকি এবং খরচের একটি আনুষ্ঠানিক এবং টেকসই ভাগাভাগিকে বোঝায়, যা ক্ষমতার গতানুগতিক বণ্টনের হাত থেকে বায়ার, সাপ্লায়ার এবং তাদের শ্রমিকদের মুক্তি দেবে। যদিও এই শিল্পের বৃহত্তম প্রস্তুতকারক গোষ্ঠীগুলি প্রায়শই বিস্তৃত বাণিজ্যিক এবং ঝুঁকি-ভাগাভাগির অংশীদারিত্বের মাধ্যমে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম হয়, তবুও এই গতিধারা শিল্পের বাঁকি অংশে দেখা যায় না (জুড ও জ্যাকসন ২০২১; বেটার বায়িং ২০২০)। পোশাক সরবরাহকারীদের উপরে ২০১৭ সালে করা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) একটি জরিপ দেখিয়েছে যে, তাদের মধ্যে ৫২ শতাংশ সাপ্লায়ার এমন কিছু অর্ডার গ্রহণ করেছে, যার মূল্য থেকে তাদের উৎপাদন খরচ উঠে আসেনি (ভন-হোয়াইটহেড এবং ক্যারো ২০১৭)। ২০২০ সালে মহামারী শুরু হওয়ার সময়, বায়াররা আনুমানিক ১৬.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের অর্ডার বাতিল করেছে বা সেই মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে (বিওএফ এবং ম্যাককিনসে ও কোম্পানি ২০২০; ডিন ২০২০)। তখন থেকে, অনেক সাপ্লায়ার পেমেন্টের সময়সীমা বাড়ানোর, প্রচুর পরিমাণে ছাড় দেয়ার এবং কম খরচে অর্ডার গ্রহণ করার জন্য আরও চাপের সম্মুখীন হবার কথা জানিয়েছে (অ্যানার ২০২০)। ২০২০ সালে, ম্যাককিনসে অ্যান্ড কোম্পানি দেখেছে যে, বাংলাদেশে মাত্র ১৭ শতাংশ বায়ার "ভবিষ্যত সক্ষমতা সুরক্ষার জন্য [তাদের] সরবরাহকারীদের উপরে সহ-বিনিয়োগ" করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট অংশীদারিত্বে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। [11]

কভিড-১৯ সম্পর্কিত অর্থনৈতিক সংকটের কারণে এই খাতে ট্রেড ইউনিয়ন এবং মালিক সমিতিগুলির মধ্যে নতুন ধরনের জোট তৈরি হয়েছে, যেখানে তারা (সাপ্লায়ারদের রাজস্ব এবং শ্রমিকদের মজুরি এবং কাজের শর্তাবলির উপর তাদের দ্বৈত প্রভাব স্বীকার করে) সম্মিলিতভাবে বায়ারদের ক্রয় পদ্ধতির বিরোধিতা করার উপরে গুরুত্ব দেবে। এটি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সত্য, যেখানে মালিক এবং ইউনিয়নগুলি মহামারী চলাকালীন বাতিল করা অর্ডারের বিরোধিতা করতে একত্রিত হয়েছিল (জুড ও জ্যাকসন ২০২১)। ২০২০ সালে পোশাক উত্পাদনে বৈশ্বিক ধ্বস এশিয়া অঞ্চলের টেকসই বস্ত্রশিল্প (স্টার নেটওয়ার্ক) নামে প্রস্তুতকারক সমিতির একটি নেটওয়ার্ককে সামনে আনতে সাহায্য করেছিল, যা জানুয়ারী ২০২১ সালে একটি ক্রয় চর্চা অভিযান শুরু করেছিল। প্রস্তুতকারকদের জন্য পেমেন্ট এবং ডেলিভারির শর্তাবলী নির্ধারণের উদ্যোগ ব্রান্ডগুলোর জন্য পেমেন্ট এবং ডেলিভারির শর্তাবলীতে ন্যূনতম দাবি এবং সর্বোত্তম চর্চা নিশ্চিত করতে চায় (আইএএফ ২০২১)।

যদিও এই ধরণের জোটগুলি তাদের দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বকে ক্ষতিগ্রস্ত করার মতো সমস্যার মুখোমুখি হতে পারে, তবুও তাদের উত্থান এশিয়া ও অন্যান্য অঞ্চলে ব্র্যান্ড এবং খুচরা বিক্রেতা এবং তাদের সাপ্লায়ারদের মধ্যে পাবলিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি সম্ভাব্য পরিবর্তনকে নির্দেশ করে।

▶ গার্মেন্ট শ্রমিকদের জন্য এই পরিবর্তনগুলির অর্থ কী দাঁড়াবে?

ক্রেতা, সরবরাহকারী এবং ইউনিয়নগুলির মধ্যে সাধারণ চুক্তি রয়েছে যে, অর্থনৈতিক ধাক্কার কারণে বিশেষ করে পোশাক শ্রমিকদের, এবং অবশ্যই সাপ্লায়ারদের ক্ষতিগ্রস্ত হবার সম্ভাবনা মোকাবেলা করার জন্য মহামারী পরবর্তী পোশাক শিল্পে ঝুঁকি এবং খরচ বা ব্যয় পুনরায় বণ্টন করতে হবে (জুড ও জ্যাকসন ২০২১)। কিন্তু পরের অংশে যেমনটি বর্ণনা করা হয়েছে, এই লক্ষ্যের বাস্তবায়ন হলো বেশ কিছু সম্ভাব্য সমস্যাগুলোর মধ্যে একটি, যা এই শিল্পের মহামারী পরবর্তী ক্ষতি সামলে ওঠার সময় সামনে আসতে পারে।

২০২০ সালে কোভিড-১৯ মহামারীর প্রথম ঢেউয়ের সময় সরবরাহ এবং চাহিদার উপরে যে ধাক্কাটি এসেছিল, তা পোশাক শ্রমিকদের (আইএলও ২০২০সি) উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল। ওই সময়ে ক্রেতাদের দ্বারা একতরফা অর্ডার বাতিল করার ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে মিডিয়ার মনোযোগ আকর্ষণ করে। অন্যদিকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে পদক্ষেপগুলি নিতে দেখা গেছে, সেগুলোকে এই শিল্পে ব্যাপক স্বীকৃতি দেয়া হলেও অপ্রতুল মনে করা হয়। এসব পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে বর্ধিত আয় সহায়তা এবং (উৎপাদক দেশগুলোতে) সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি, ভেঙ্গে দেয়া চুক্তির জন্য ব্র্যান্ডের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ এবং আইএলও পরিচালিত বিশ্বব্যাপী সক্রিয় হবার আহ্বানের অধীনে মজুরি এবং দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক সুরক্ষার প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি (জুড এবং জ্যাকসন ২০২১; আইএলও ২০২০)।[12]

11 ২০২১ সালে এই গ্রুপে বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, চীন, মায়ানমার, পাকিস্তান এবং ভিয়েতনাম থেকে উৎপাদক সমিতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। http://www.asiatex.org/en/about/184.html দেখুন।
12 কম্বোডিয়া, মায়ানমার এবং ভিয়েতনামে এর বাস্তবায়ন সহ গ্লোবাল কল টু অ্যাকশন সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/sectoral/WCMS_742343/lang--en/index.htm

স্বয়ংক্রিয়করণ এবং নতুন প্রযুক্তি এখনও কিছু শ্রমিকের জন্য ঝুঁকি তৈরি করে

মহামারীর পূর্বে এশিয়া থেকে পাঠানো রপ্তানি সহ বিশ্বব্যাপী পোশাক রপ্তানির আর্থিক মান সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছিল (চিত্র ১ দেখুন)। অনেক দেশ তাদের বাস্তব মূল্য সংযোজনেও ঊর্ধ্বগতি দেখেছিল। একই সময়ে, এই অঞ্চলের অনেক দেশে এই শিল্পটিতে ধারাবাহিকভাবে কর্মসংস্থানের মাত্রা বাড়তে দেখা গেছে (আইএলও ২০২০এ)। তবে, কিছু দেশে প্রকৃত মূল্য সংযোজনের প্রবৃদ্ধির তুলনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত ধীর ছিল, যার অর্থ হলো, ওই দেশগুলিতে শ্রম উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে (চিত্র ৫)।

▶ **চিত্র 5. শ্রমিকপ্রতি প্রকৃত মোট মূল্যের যৌগিক বার্ষিক বৃদ্ধির হার (শতাংশ)**

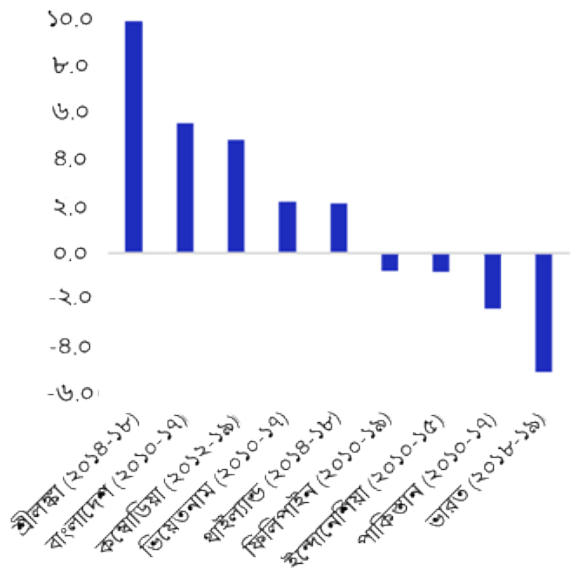

দ্রষ্টব্যঃ এই হিসাবটি শ্রমশক্তি জরিপ, জাতীয় পরিসংখ্যান অফিস এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের ইনপুট-আউটপুট ডাটাবেসের তথ্যের ভিত্তিতে করা।

উৎসঃ এল আচকার হিলাল আসন্ন।

কিছু ক্ষেত্রে উত্পাদনশীলতার বৃদ্ধি কিছু নতুন প্রযুক্তি অবলম্বনের কারণে হতে পারে। অনেকগুলো নিয়ামক উপস্থিত থাকার কারণে এ পর্যন্ত কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে এই শিল্পে স্বয়ংক্রিয়করণ এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সঠিক ভূমিকা মূল্যায়ন করা কঠিন। উচ্চ উত্পাদনশীলতা বৃদ্ধির ঘটনাটি মন্দা-পরবর্তী অর্থনীতিতে পরিলক্ষিত পুনর্বিন্যাসের প্রভাবের ফলাফল হতে পারে, যেখানে সম্পদগুলি সেক্টরের মধ্যে আরও উত্পাদনশীল বিভাগের দিকে চলে যায়, যার ফলে সেক্টরের সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় (ফস্টার, গ্রিম এবং হাল্টিওয়াঞ্জার ২০১৪) অথবা ক্রমবর্ধমান "রোবট ডিফিউশন"-এর ফলে আরও নাটকীয়ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ শেষ হয়ে যাবার প্রক্রিয়া শুরু হয় (আইএমএফ ২০১৮)। অদূর ভবিষ্যতে স্বয়ংক্রিয়করণে ধীরগতি সত্ত্বেও, এই বিষয়গুলি সেইসব দেশের ভবিষ্যত শ্রমিক এবং নীতি নির্ধারকদের জন্য চ্যালেঞ্জিং হয়ে উঠতে পারে, যেখানে কয়েক দশক ধরে পোশাক উৎপাদন ক্ষেত্র কর্মসংস্থান বৃদ্ধির নির্ভরযোগ্য চালিকাশক্তি ছিল।

ডিজিটালাইজেশন এবং ই-কমার্সে দ্রুত উন্নয়ন, পুনরুৎপাদনমূলক কৃষি এবং চক্রাকার ফ্যাশনের অন্যান্য উপাদানগুলি যুক্তিযুক্তভাবে পোশাক এবং পাদুকা উৎপাদন থেকে অনুকূলে এবং প্রতিকূলে থাকা শ্রমিকদের উপর বেশি প্রভাব ফেলবে। উদাহরণস্বরূপ, গ্লোবাল ব্র্যান্ডের কর্মীদের কাজ সাপ্লায়াররা নিয়ে নিতে পারে, কারণ ডিজিটালাইজেশন অভ্যন্তরীণ নকশা এবং উত্পাদন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রকে সংকুচিত করে, যেখানে খুচরা শ্রমিকদের কাজগুলি পুনর্গঠন করে তাদেরকে মেরামত, পুনঃবিক্রয়, ই-বিপণন এবং গুদামের দায়িত্বে পুনরায় নিয়োগ দিতে দেখা যেতে পারে (জুড এবং জ্যাকসন ২০২১)।

ব্র্যান্ড এবং খুচরা বিক্রেতাদের তাদের সরবরাহ শৃঙ্খলে কাজের শর্তাবলীর প্রতি শ্রমিকদের আনুগত্য পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির উপরেও ডিজিটালাইজেশন উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলছে। প্রযুক্তি যদিও ব্যবসা ক্ষেত্রে শ্রমের ঝুঁকি পর্যবেক্ষণে সক্ষম, তবে নতুন অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলিতে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হওয়াতে ও সেইসাথে সম্ভাব্য কম নির্ভরযোগ্য কমপ্লায়েন্স কার্যক্রমের ফলে সরবরাহ শৃঙ্খলে কাজের শর্তাবলী এবং শ্রম অধিকারের তদারকিতে অবনতি ঘটাতে পারে।

একই সময়ে, উদীয়মান এশিয়া জুড়ে ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল জ্ঞান এবং স্মার্টফোনের অনুপ্রবেশ পোশাক শ্রমিকদের জন্য তথ্যজগতকে বদলে দিয়েছে, যার ফলে সরবরাহ শৃঙ্খলে অধিকার এবং কাজের শর্তাবলিতে ঘাটতি দূর করার জন্য সমর্থন যোগাড় এবং সম্মিলিত পদক্ষেপের নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

নারী শ্রমিকরা বৈষম্যের শিকার

মহামারীটি নারী শ্রমিকদের উপরে অসম প্রভাব ফেলছে এবং অবৈতনিক পরিচারিকার কাজ, মজুরির ব্যবধান, বৈষম্য এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতা বাড়িয়ে তুলছে। অনেক নারীকর্মীকে গৃহস্থালির কাজ এবং পোষ্যদের পরিচর্যা করতে গিয়ে (কেয়ার ২০২০খ; আইএলও ২০২০গ) পুরুষদের তুলনায় অনেক বেশি কাজের ভার বহন করতে হয়েছে। গার্মেন্টস শ্রমিকের দিনলিপি (২০২০) নামে একটি শ্রম অধিকার সংগঠন দেখেছে যে, ২০২০ সালে বাংলাদেশে কাজ করে ফিরে আসা মহিলারা বাংলাদেশি মুদ্রায় ৯,২০০ টাকা (১০৯ মার্কিন ডলার) বেতন পান, যেখানে পুরুষ শ্রমিকরা পান ১০,০০০ টাকা (১১৮ মার্কিন ডলার)। ট্রেড ইউনিয়নগুলি গর্ভবতী মহিলা কর্মীদের বৈষম্যমূলক বরখাস্ত এবং মাতৃত্বকালীন সুবিধা প্রদানে ব্যর্থতার খবর জানিয়েছে (পলিতজার ২০২০)। আর মহিলাদের উপরে সামগ্রিক সহিংসতা, বিশেষ করে গার্হস্থ্য সহিংসতা, মহামারী চলাকালীন সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছে (ইউএন উইমেন ২০২০)।

একই রকম উদ্বেগের বিষয় হলো, মহামারী মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপ লিঙ্গ-নির্দিষ্ট ছিল না, যা কোভিড-১৯-পূর্ব অসমতাকে আরও বাড়িয়ে দেওয়ার এবং লিঙ্গ সমতার ক্ষেত্রে পূর্বের (সীমিত) অগ্রগতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করার হুমকিস্বরূপ দেখা দেয় (আইএলও ২০২১)। সাধারণভাবে, কোভিড-১৯ মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপগুলোতে সামাজিক সংলাপ

অনেকাংশে অনুপস্থিত ছিল, এবং অনেক সরকার ও মালিক সমিতি শ্রমিক প্রতিনিধিদের (জ্যাকসন, বার্গার এবং জুড ২০২১) সঙ্গে আলোচনা না করে একতরফা পদক্ষেপ নিয়েছিল। এমনকি যেখানে সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে শ্রমিক অধিকার সংগঠনগুলো নারী প্রতিনিধিত্ব ও সম্পৃক্ততার অভাব খুঁজে পেয়েছে। ২০২০ সালের জুনে কেয়ার পরিচালিত আন্তর্জাতিক জরিপে ২০টি দেশের কোভিড-১৯ নীতি সম্পর্কিত পদক্ষেপগুলোতে দেখা গেছে যে, মহামারী মোকাবিলায় প্রতিষ্ঠিত জাতীয় পর্যায়ের কমিটিগুলির অধিকাংশতেই নারী-পুরুষের প্রতিনিধিত্ব (কেয়ার ২০২০এ) সমান নয়।

কোভিড-১৯ নীতি সম্পর্কিত পদক্ষেপগুলোতে নারী শ্রমিকরা যে বৈষম্য ও প্রতিনিধিত্বের পার্থক্যের সম্মুখীন হয়েছিল (ট্রেড ইউনিয়ন, কারখানা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান পার্থক্যগুলি সহ), সেগুলো একটি পরিবর্তিত শিল্প কাঠামো দ্বারা আরও জটিল হয়ে ওঠে, যা তাদের ক্ষতিগ্রস্ত হবার ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। ক্রমবর্ধমান একীভূতকরণ, প্রযুক্তিগত উন্নতি এবং পুনর্গঠনের অন্যান্য রূপগুলি পর্যবেক্ষণ করার সময়, আইএলও (২০২০গ) বলেছিল যে "সেক্টর[টি] আগের মতো একই সংখ্যক ও একই পর্যায়ের সুযোগ সরবরাহ নাও করতে পারে"।

অনেক দেশ এখনও লক্ষ লক্ষ মহিলাদের জন্য বেতনভিত্তিক আনুষ্ঠানিক চাকরির সুযোগ তৈরির জন্য পোশাক খাতের উপর নির্ভর করে। কিন্তু শ্রম চাহিদা ক্রমশ কমে যাওয়ার কারণে এই একই শ্রমিকরা অনানুষ্ঠানিক বা অশোভন চাকরিতে ক্রমবর্ধমানভাবে ঢুকে যেতে পারে পারে, আর সেটা সেক্টরের অভ্যন্তরে এবং বাইরে, উভয় ক্ষেত্রেই হতে পারে। এর ফলে অনিশ্চয়তার বোঝা স্থান পরিবর্তন করে শ্রমিকদের কাঁধে এসে চেপে বসতে পারে এবং শোভন কাজের ক্ষেত্রে অগ্রগতিকে পশ্চাদ্গতিতে পরিণত করতে পারে। এটি একটি উদ্বেগের বিষয় এজন্য যে, প্রায় ৭৫ শতাংশ ল্যাটিন আমেরিকান দেশ, দক্ষিণ এশিয়ার ৮৯ শতাংশ দেশ এবং ৯০ শতাংশের বেশি সাব-সাহারান আফ্রিকান দেশগুলিতে (আইএলও ২০২০ সি) পুরুষের তুলনায় নারীরা অনানুষ্ঠানিক বা অশোভন কর্মসংস্থানের মুখোমুখি বেশি হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সাম্প্রতিক তথ্যগুলি নির্দেশ করে যে, এ অঞ্চলের বেশিরভাগ দেশে পুরুষদের তুলনায় নারীদের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের প্রবণতা বেশি।[13]

এই পটভূমির বিপরীতে আইএলও সহিংসতা ও হয়রানি কনভেনশন, ২০১৯ (১৯০ নং) আশার আলো দেখায়। এশিয়াতে যদি এর অনুমোদনের গতি ধীরও হয়, তবুও এই খাতে লিঙ্গ সমতার দৃশ্য পাল্টে দেবার ক্ষমতা এই কনভেনশনের আছে। লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা ও হয়রানি প্রতিরোধ ও মোকাবেলা যেখানে কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা ও হয়রানি মোকাবেলায় অভিযোগ ব্যবস্থা সহ উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার জন্য চাপ বাড়বে। শ্রম সমর্থকরা যুক্তি দিয়েছেন যে, এর ফলে নারী কর্মীরা ভয়হীন কর্মক্ষেত্র তৈরি করতে আরও বেশি সক্ষম হবে, যেখানে সংগঠিত হবার স্বাধীনতা এবং যৌথ দরকষাকষির বিকাশ ঘটতে পারে (জুড ও জ্যাকসন ২০২১)।

▶ পোশাক শিল্পে উদীয়মান শ্রম পরিশাসন ব্যবস্থার ধারা

শোভন কাজ এবং দীর্ঘস্থায়িত্বকে সমুন্নত রাখার জন্য এই সঙ্কট কিভাবে বিশ্বব্যাপী গার্মেন্টস সাপ্লাই চেইন সংগঠন এবং পরিচালনার ধরনে পরিবর্তন আনবে? এশিয়ায় পোশাক উৎপাদনকারী দেশগুলোতে কার্যকরী জনশ্রমিক পরিশাসন ব্যবস্থা আদর্শগতভাবে এবং প্রয়োগগত সক্ষমতা বিচারে যে অনেক ক্ষেত্রেই দুর্বল, তা মাথায় রেখে এখানে আলোচিত শ্রম পরিশাসন ব্যবস্থার মডেলগুলিতে বাণিজ্য নীতিমালা এবং অপরিহার্য শ্রম প্রক্রিয়ার মতো মহামারী চলাকালীন উদ্ভূত ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ এবং বহুপাক্ষিক শাসনব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত ধারার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে।

মহামারী-পরবর্তী কালে ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পুনর্বিবেচনা করা যেতে পারে

১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিক থেকে বিশ্বব্যাপী পোশাক শিল্পে ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শ্রমিক শাসনের মূল ভিত্তি হিসেবে ভূমিকা রেখে এসেছে। ব্যক্তিগতভাবে আনুগত্য পর্যবেক্ষণ ও সামজিক পরিদর্শনের উপর নির্ভর করে ব্র্যান্ড-পরিচালিত সুসংবদ্ধ সামাজিক দায়বদ্ধতা দুর্বল জনশাসন ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত পোশাক উৎপাদনকারী স্থানগুলিতে শ্রম অধিকার লঙ্ঘন পর্যবেক্ষণ করতে প্রায়শই পদক্ষেপ নিয়েছে (আমেঙ্গুয়াল ও অন্যান্য ২০১৯; লোক ২০১৩)। শ্রমিক আনুগত্যের ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক নীতিমালা সম্পর্কিত আইএলও ত্রিপক্ষীয় ঘোষণাপত্র, ব্যবসা ও মানবাধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের নির্দেশক নীতি এবং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ওইসিডি নির্দেশিকার মতো আন্তর্জাতিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবায়ন পদ্ধতি হিসাবে রয়ে গেছে (এমনকি এই সরঞ্জামগুলি যখন সরকারি এবং গণনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ভূমিকা এবং দায়িত্বও নির্ধারণ করে)। তবে যাই হোক, এই মডেলের কার্যকারিতা ক্রমবর্ধমানভাবে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে।

জুড এবং জ্যাকসন (২০২১) মহামারী পরবর্তী শ্রমশাসন ব্যবস্থার গঠনপ্রকৃতি কেমন হবে, সে বিষয়ে শিল্প কার্যকর্তাদের মধ্যে খুব কমই ঐকমত্য খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু তারা একটি বিষয়ে একমত: সর্বাধিক প্রচলিত স্বেচ্ছাকৃত নিরীক্ষণ-প্রতিকার ব্যবস্থা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে- এবং বিভিন্ন কারণে- অধিকাংশ বায়ার, সাপ্লায়ার বা শ্রমিকদের জন্য কার্যকরী হচ্ছে না।

13 আইএলও স্ট্যাট ডাটাবেসের উপর ভিত্তি করে, ২ জুলাই ২০২১ অ্যাক্সেস করা হয়েছে।

পোশাক খাতে ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সামগ্রিক বৈশ্বিক ফলাফলের সাম্প্রতিক গবেষণায় শ্রমিকদের জন্য খুব সামান্য উন্নতি চোখে পড়ে বা একবারেই কোনো উন্নতি দেখা যায় না (কুরুভিলা ২০২১)। এই শিল্পে স্ব-নিয়ন্ত্রনের রেকর্ড তার দৃশ্যমান মূল যুক্তিকে দুর্বল করে দেয়: প্রথমত, ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সরকারি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার চেয়ে অধিকতর ভালো ফলাফল অর্জন করে এবং দ্বিতীয়ত, এটি এমন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা যাবে না, যেখানে অংশগ্রহণ ও আনুগত্যের উচ্চ মাত্রা প্রয়োজন হয়, কর্ম এবং সময়ের ক্ষেত্রে নমনীয়তা সীমিত এবং যেখানে গুরুতর সামাজিক বা পরিবেশগত ঝুঁকি জড়িত (ম্যাকার্থি এবং মর্লিং ২০১৫)। ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বৃহত্তর রেকর্ডকে সমর্থন না করে, ব্র্যান্ডগুলি এর স্বতন্ত্র সাফল্যের দিকে ইঙ্গিত করেছে, যেমন সামাজিক এবং শ্রম কেন্দ্রিকিকরণ প্রকল্পের মতো উদ্যোগ, যার লক্ষ্য এই সেক্টরে নিরীক্ষা ব্যবস্থাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা।. [14] যদিও ব্র্যান্ডগুলোর সমস্ত আচরণবিধিকে একটি একক সামঞ্জস্যপূর্ণ নিরীক্ষার হাতিয়ারে পরিণত করা উপকারী হতে পারে, তবুও এটি যৌথ প্রতিকার এবং সক্ষমতা নির্মাণের উপর ভিত্তি করে তৈরি বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলের শ্রম শাসনের প্রতি আরও সামগ্রিক পদ্ধতির প্রতি সীমিত অঙ্গীকারকে নির্দেশ করে।

ক্লিন ক্লোথস ক্যাম্পেইন ২০২০ সালে ব্র্যান্ড কর্তৃক নূন্যতম, স্বেচ্ছামূলক প্রতিবেদন মান গ্রহণে অগ্রগতি লক্ষ্য করে এবং ২০১৮ সাল থেকে কার্যকর হওয়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের অ-অর্থনৈতিক প্রতিবেদন নির্দেশনার জন্য আবশ্যক আরো কঠোর গণপ্রতিবেদন মানের দিকে প্রত্যাশাপূর্ণ ইঙ্গিত করে (সিসিসি ২০২০খ)। তবুও শ্রমিকদের মজুরির মতো সংবেদনশীল বিষয়গুলিতে এই শিল্পের স্ব-প্রতিবেদন শ্রমিকদের জীবনে বিরূপ প্রভাব হ্রাস করার জন্য বরং সামাজিক আনুগত্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রচেষ্টার দিকে মনোনিবেশ করে, এসব প্রচেষ্টার প্রভাবের দিকে নয় (পিএলডব্লিউএফ ২০১৯)। বর্তমান পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন পদ্ধতির ত্রুটিগুলি মাথায় রেখে (কুরুভিলা ২০২১; উইকার ২০২০), ভবিষ্যতে এই ধরনের তথ্য কীভাবে সংগ্রহ করা হবে, বিশ্লেষণ করা হবে এবং প্রকাশ করা হবে সে বিষয়ে প্রশ্নগুলি সামনের আলোচনায় গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে।

ব্যক্তগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার একটি বিস্তৃত বিশ্লেষণ সেইসব বৃহত্তর বায়ার এবং সাপ্লায়ার গোষ্ঠীর মধ্যে তথ্যের বড় ফাঁক থাকার কারণে বাধাগ্রস্ত হয়, যারা কোনো বাস্তব স্বেচ্ছামূলক নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থায় যুক্ত নয় এবং পোশাক শিল্পের প্রচারাভিযানে এরা মোটামুটি অনুপস্থিত/এদের কোনো উল্লেখ থাকে না (কুরুভিলা ২০২১)। কাজের মৌলিক শর্তাবলীর অবস্থার তথ্য সংগ্রহ ক্রমেই নিয়মিত হচ্ছে এবং সামগ্রিকভাবে উন্নতি করছে। ২০১৫ সাল থেকে স্বেচ্ছামূলক আচরণবিধি এবং শ্রম এবং পরিবেশগত নিরীক্ষা পদ্ধতিমগুলির একীভূতকরণের একটি ধারা চলে আসছে, যেমন হিগ ইনডেক্স, বেটার ওয়ার্ক কমপ্লায়েন্স অ্যাসেসমেন্ট টুল [15] এবং সোশ্যাল অ্যান্ড লেবার কনভারজেন্স প্রজেক্টের শ্রম চর্চার মানগুলির মাধ্যমে।

উদীয়মান প্রযুক্তি ভবিষ্যতে একীভূত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার পরিপূরক হতে পারে, যেমন ব্লকচেইন-ভিত্তিক উৎপত্তি চিহ্নিতকরণ উদ্যোগ, কটন ফাইবারের উৎপত্তি চিহ্নিত করার জন্য এর ফরেনসিক বিশ্লেষণ এবং উন্নত ইনপুটের উৎস চিহ্নিতকরণ (ফ্রিডম্যান ২০১৭) বা ফোন ভিত্তিক কর্মী জরিপ। লেবার অ্যাডভোকেটেরা যুক্তি দেন যে কর্মীরা সাধারণভাবে কর্মস্থলের সমস্যা সমাধানে অ্যাপস এবং দূরবর্তী ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপর নির্ভর করে না। অ্যাডভোকেটেরা তার পরিবর্তে শ্রমিকদেরকে পোশাক কারখানায় কর্মক্ষেত্রের অধিকার এবং কাজের শর্তাবলী পর্যবেক্ষণ এবং প্রতিবেদনে প্রত্যক্ষ ও নেতৃস্থানীয় ভূমিকা দেওয়ার কথা বলেন (জুড এবং জ্যাকসন ২০২১)।

ব্যক্তিগতভাবে কারখানা পর্যবেক্ষণের সময় সংগৃহীত তথ্যগুলি কাজে লাগানোর নতুন সুযোগ থাকতে পারে। গার্মেন্টস কারখানা থেকে শ্রমিক আনুগত্যের তথ্য বিশ্লেষণ এমন কিছু শ্রম আনুগত্য পদ্ধতির প্রতি নির্দেশ করে, যেগুলোর শ্রম শর্ত (যেমন মজুরি, কর্মঘন্টা এবং কাজের শর্তাবলীর তথ্য) নিরীক্ষা পদ্ধতির তুলনায় বেশি পূর্বাভাস দেয়ার ক্ষমতা আছে (কুরুভিলা ২০২১)। কারখানা-স্তরের আনুগত্যের পূর্বাভাসমূলক মডেলিং অনির্ভরযোগ্য নিরীক্ষণ পদ্ধতিকে কারখানার বৈশিষ্ট্যে সম্পর্কিত আরও সহজে যাচাইযোগ্য পরিমাণবাচক তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপস্থাপন করতে বা বহুলাংশে প্রতিস্থাপন করতে পারে, যেমন কারখানার আকার বা আয়তন, কর্মশক্তির গঠন, শ্রমিকদের ছাঁটাই ও নিয়োগের হার এবং ভৌগলিক অবস্থান।

শ্রম অনুশীলনের উপর অনির্ভরযোগ্য এবং অসংবদ্ধ কারখানা-স্তরের ডেটা পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, দীর্ঘ পরিসরে বায়ারদের সোর্সিং সিদ্ধান্তগুলি পরিচালনার জন্য যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য শ্রম চর্চার কঠোর ব্যবস্থার দ্বারা তাদের শক্তিশালী বা দৃঢ় করে তোলা প্রয়োজন ।

উন্নত তথ্য এবং বিশ্লেষণের ঊর্ধ্বে একটি কার্যকর সরবরাহ শৃঙ্খল পরিচালনা ব্যবস্থা বহুলাংশে পোশাক উৎপাদনকারী দেশগুলিতে শ্রমের মানের শক্তিশালী বা অধিকতর শক্তিশালী জনশাসনের উপর নির্ভর করে। এর মধ্যে একটি কার্যকর এবং বিশ্বাসযোগ্য শ্রম পরিদর্শক দফতর, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক শ্রম মানগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় এবং এগুলো প্রয়োগের একটি বলিষ্ঠ ব্যবস্থা থাকতে হবে, যার সবগুলিই অনেক পোশাক রপ্তানিকারক দেশে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করা প্রয়োজন। বিশেষ করে, মানগুলি যে প্রয়োগ করা হবে, সে ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যাশা ছাড়াই বোর্ড জুড়ে কমপ্লায়ান্স প্রোগ্রামগুলি তাদের গঠন, উদ্দেশ্য বা জটিলতা নির্বিশেষে, অকার্যকর থেকে যাবে, যাকে লোলো এবং ও'রুরকে (২০২০এ, ২০২০বি) "ডায়েট ছাড়াই একটি স্কেল বা ওজন যন্ত্র" হিসাবে মন্তব্য করেছেন।

অবশেষে, যেমনটি সোর্সিং কৌশল বিভাগে আলোচনা করা হয়েছে, ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতা হল ব্র্যান্ডের সোর্সিং এবং টেকসই কৌশলগুলির ভুল সমন্বয়। যতদিন স্থায়ীত্বকে ব্র্যান্ডের মূল ব্যবসায়িক সিদ্ধান্তে এবং তাদের সোর্সিং কৌশলে সংযুক্ত করা না হয়, ততদিন তাদের সংবদ্ধ সামাজিক দায়বদ্ধতার কলাকৌশল বাধার সম্মুখীন হবে।

14 সোশ্যাল অ্যান্ড লেবার কনভারজেন্স প্রজেক্ট একটি মাল্টিস্টেকহোল্ডার উদ্যোগ, যা একটি একত্রীকৃত মূল্যায়ন অবকাঠামো তৈরি করে। এটি একটি সাধারণ নিরীক্ষণ পদ্ধতি, যা প্রস্তুতকারকদেরকে মানসম্মত পরিমাপ ব্যবহার করার সুযোগ করে দেয়।

15 টেকসই পোশাক জোট কর্তৃক প্রস্তুতকৃত হিগ ইনডেক্স, মান শৃঙ্খলার স্থায়িত্বের মানসম্মত পরিমাপ পদ্ধতির একটি স্যুট। বেটারওয়ার্ক প্রোগ্রাম হলো আইএলও এবং ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের অংশীদারিত্ব, যা বিশ্বব্যাপী পোশাক শিল্পে কাজের শর্তাবলীর উন্নতি ঘটায়। এটি একটি আনুগত্য মূল্যায়ন সরঞ্জাম (https://betterwork.org/portfolio/better-works-global-compliance-assessment-tool/) ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক শ্রম মান এবং জাতীয় আইনগুলির প্রতি আনুগত্য পর্যবেক্ষণ করে।

বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণের আইনী প্রচেষ্টা তীব্রতর হচ্ছে

বাংলাদেশে ২০১৩ সালের রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পর বাধ্যতামূলক মানদণ্ড নির্ধারণের আন্দোলন ত্বরান্বিত হয়। ক্যালিফোর্নিয়ার সাপ্লাই চেইনে স্বচ্ছতা বিধি এবং ২০১৫ সালে যুক্তরাজ্যের আধুনিক দাসত্ব বিধির মতো পাবলিক সাপ্লাই চেইন পরিচালনা ব্যবস্থা বিস্তৃত প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তা থেকে ফ্রান্সের লুই ডি ভিজিলেন্স ২০১৭ এবং চীনের বিরুদ্ধে মার্কিন সরকারের উদ্দিষ্ট বলপূর্বক শ্রম নিষেধাজ্ঞা ২০২০-এর মতো বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয় শ্রম চাহিদার দিকে এগিয়ে গিয়েছে।. [16] অতি সম্প্রতি, জার্মান পার্লামেন্ট জার্মান সংস্থাগুলির জন্য বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে বাধ্যতামূলক যথাযথ শ্রম আইন পাস করেছে।

বাধ্যতামূলক মানবাধিকারের জন্য যথাযথ শ্রম, অর্থপূর্ণ গণপ্রতিবেদনের শর্ত এবং আহত সাপ্লাই চেইন কর্মীদের পক্ষে বায়ারদের আইনি দায়বদ্ধতার সম্ভাবনা এপ্রিল ২০২০-এ বিশেষত ইউরোপীয় ও আমেরিকান প্রাতিষ্ঠানিক তহবিল জোটের সহায়তা লাভ করে, যাদের বিনিয়োগের পরিমাণ ৪.২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার (বিনিয়োগকারী জোট, ২০২০)। খাদ্য ও কৃষি কোম্পানি এবং কিছু পোশাক ক্রেতার নেতৃত্বে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক ব্রিটিশ এবং ইউরোপীয় সংস্থা বাধ্যতামূলক মানবাধিকারের জন্য যথাযথ শ্রম নীতিগুলি অনুমোদন করেছে (বিএইচআরআরসি ২০২১; স্মিত ও অন্যান্য ২০২০)।

২০২০ সালের মহামারী বিশ্বব্যাপী নীতিনির্ধারকদেরকে প্রায় পুরোপুরিভাবে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের দিকে মনোনিবেশ করার উপর অগ্রাধিকার দিতে প্রণোদিত করেছিল। পোশাক উৎপাদনকারী দেশগুলিতে কোভিড-১৯ মহামারী মোকাবেলার পদক্ষেপ হিসেবে প্রণীত শ্রম নীতিতে বেশিরভাগ সময়ই মালিক এবং শ্রমিকদের উদ্বেগ নিরসনের উপরে গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল (আইএলও ২০২০ক)। ২০২০ সালে শিল্প পরিসরের সংকোচন এবং এই সারসংক্ষেপে পূর্বে বর্ণিত গার্মেন্টস সোর্সিং প্যাটার্নগুলির পুনর্গঠন করার অর্থ হলো, এই সরকারগুলির মধ্যে নতুন কোনো পাল্টা চাপ ছাড়াই শিল্পে শোভন কাজের ঘাটতি মোকাবেলায় জন্য যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালানোর জন্য প্রণোদনা এবং গরজ, উভয়ের অভাবে চোখে পড়তে পারে। তাছাড়া, ২০২০ সালে বেশ কয়েকটি এশিয়ান পোশাক উৎপাদনকারী দেশ অর্থনৈতিক সংকটকে শ্রম অধিকারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে এবং মজুরি আলোচনা স্থগিত করার জন্য ব্যবহার করেছিল বলে অভিযোগ রয়েছে (এএফডব্লিউএ ২০২০)। কিন্তু বিশ্বব্যাপী ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সোর্সিং সংস্থাগুলির জন্য বাধ্যতামূলক মানবাধিকারের জন্য যথাযথ শ্রমের পক্ষে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি প্রস্তাব নতুন করে সামনে এসেছে। ২০২১ সালের মার্চ মাসে ইউরোপীয় পার্লামেন্ট ইউরোপীয় কমিশনের কাছে সংবদ্ধ যথাযথ শ্রম এবং সংবদ্ধ জবাবদিহিতার বিষয়ে ভবিষ্যতের নির্দেশনা নিয়ে সুপারিশমালা সহ একটি প্রস্তাব পাস করে। ইউরোপীয় কমিশন ২০২১ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে এ ধরনের নির্দেশনার জন্য একটি প্রস্তাব প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের বড় সংস্থাগুলির জন্য তাদের সরবরাহ চেইন জুড়ে বাধ্যতামূলক যথাযথ শ্রম চাহিদার সাথে সঙ্গতি রাখার আনুমানিক খরচ বার্ষিক আয়ের ০.০০৫ শতাংশ। ক্ষুদ্র এবং মাঝারি আকারের প্রতিষ্ঠানের বেলাত এই হার বেশি, তারপরেও এখনও তা বার্ষিক রাজস্বের মাত্র ০.০৭ শতাংশ (স্মিত ও অন্যান্য ২০২০)।

ইউরোপীয় ইউনিয়নে বাধ্যতামূলক মানবাধিকারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শ্রম আইনের সম্ভাব্য প্রভাব সীমিত করা যেতে পারে, যদি এর প্রয়োগে স্বতন্ত্র যাচাইকরণ পদ্ধতিকে বাধ্যতামূলক না করে বর্তমান ব্যক্তিগত নিরীক্ষা ফরম্যাটকে একটি কোম্পানির পরিচালনার দায়িত্বের পর্যাপ্ত পরিপূরক হিসেবে গ্রহণ করা হয়, (বেংতসেন ২০২০ক, ২০২০খ)। যাচাইকরণ এবং প্রতিবেদন তৈরির চ্যালেঞ্জগুলি সম্ভবত সাপ্লাই চেইনের ছোট সংস্থাগুলির মধ্যে আরও তীব্র হবে (কার্লি ২০২০)।

তুলনামূলকভাবে নতুন আন্তর্জাতিক অবকাঠামো চুক্তি মহামারীর পূর্বে গার্মেন্টস সেক্টরে ব্র্যান্ড এবং আন্তর্জাতিক ইউনিয়ন ফেডারেশনের মধ্যে আন্তঃসীমান্ত সামাজিক সংলাপের একটি গুরুত্বপূর্ণ রূপ হিসাবে ভিত্তি লাভ করছিল (আইএলও ২০১৯ঘ)। একইভাবে, আরেকটি অংশীদারিত্ব হলো ২০১৫ সালে চালু করা কর্ম, সহযোগিতা, রূপান্তর (এসিটি) উদ্যোগ, যা ২০টি গ্লোবাল ব্র্যান্ড এবং খুচরা বিক্রেতা এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল (IndustriALL) গ্লোবাল ইউনিয়নকে একত্রিত করেছিল, যা শিল্প-স্তরের যৌথ দরকষাকষির মাধ্যমে বাস্তব মজুরির উপর মনোযোগ দিয়েছিল এবং ক্রয় পদ্ধতির সাথে যুক্ত ছিল।

২০২০ সালে, জুড অ্যান্ড জ্যাকসন (২০২১)-এর নেয়া সাক্ষাৎকারে শ্রমিক ও শ্রম অধিকার সংগঠনের নেতারা সেক্টর ভিত্তিক দরকষাকষি এবং বাংলাদেশ অ্যাকর্ড-স্টাইল বাইন্ডিং চুক্তি সমর্থন করে, যা বায়ারদেরকে তাদের সাপ্লাই চেইনে শোভন কাজের পেছনে ব্যয় এবং ঝুঁকির একটি বড় অংশের ভাগ নিতে বাধ্য করে। (সিসিসি ২০২০য়া)। শুরুতে সুশীল সমাজ গোষ্ঠী এবং গ্লোবাল ইউনিয়ন সমর্থিত পৃথকীকরণের অর্থ পরিশোধ এবং সামাজিক সুরক্ষা, উভয় উপাদান সম্বলিত পৃথকীকরণ তহবিলের প্রস্তাবের ভিন্নতা পরবর্তীতে কিছু ব্র্যান্ড, প্রস্তুতকারক এবং উৎপাদনকারী সরকারের সমর্থন পেয়েছে (সিসিসি ২০২০এ; জুড এবং কুরুভিলা, আসন্ন)। [17] একটি বাধ্যতামূলক চুক্তির জন্য বায়ারদের সমর্থন ফ্যাশনে একটি ভিন্ন ধরনের অংশীদারিত্বের সূচনা করবে: এটি প্রয়োগযোগ্য, আন্তর্জাতিক এবং সরাসরি শ্রমিকদের লক্ষ্য করে এমনভাবে তৈরি হবে, যা বিশ্বব্যাপী বায়ার এবং তাদের পণ্য উৎপাদনকারী শ্রমিকদের মধ্যে সম্পর্ককে স্বীকার করবে।

বাণিজ্য চুক্তিতে শ্রম বিধান আরো প্রকট হয়ে উঠেছে

গত দুই দশক ধরে শ্রমিকদের অধিকার এবং শোভন কাজের ক্ষেত্রে অগ্রগতিতে বাণিজ্য নীতির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং কিছুটা হলেও, ইউরোপীয় বাণিজ্য নীতিতে সাম্প্রতিক পরিবর্তন বাণিজ্য চুক্তিতে শ্রম বিধানের ক্ষেত্রে বৃহত্তর ভূমিকা রাখতে পারে।

16 ইনভেস্টর অ্যালায়েন্স, ২০২০ -এ সরকারের যথাযথ উদ্যোগের বর্তমান তালিকা দেখুন। গ্লোভার, ২০২০ -এ মার্কিন নিষেধাজ্ঞা দেখুন।
17 বিশ্বব্যাপী শ্রমিক অধিকার, পেন স্টেট সেন্টার-এর হিসাবমতে চুক্তি বাতিল করার কারণে শ্রমিকরা কমপক্ষে ১.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মজুরি ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে (অ্যানার ও অন্যান্য ২০২০)।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এর মধ্যে রয়েছে ট্যারিফ আইনে ২০১৬ সালে আনা জোরপূর্বক শ্রম সংশোধন, যেখানে ২০২০ সালে ইউএস-মেক্সিকো-কানাডা বাণিজ্য চুক্তিতে নতুন মান এবং প্রয়োগ প্রক্রিয়া সংযোজন, ২০২০ সালে চীনা তুলা এবং পোশাকের বিরুদ্ধে বাণিজ্য পদক্ষেপ, এবং শিল্পের সাপ্লায়ার গোষ্ঠীকে কম শক্তিশালী বাণিজ্য অংশীদারদের তুলনায় বৈচিত্র্যপূর্ণ করে তোলার ক্ষেত্রে শুল্ক পদ্ধতির (ধারা ৩০১) পুনর্বহালকে একটি প্রধান বাণিজ্য হাতিয়ার, নতুন মানদণ্ড এবং প্রয়োগ কৌশল হিসাবে আনা হয় (জুড এবং জ্যাকসন ২০২১)। [18]

ইউরোপীয় ইউনিয়নে, বাণিজ্য এবং বৈশ্বিক শ্রম নীতির স্বার্থ ২০২০ সালে অবরিত মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধে কম্বোডিয়ার 'অস্ত্র ব্যতীত যে কোনো কিছু' বাণিজ্যিক নীতির পুনর্বহাল ও ভিয়েতনামের আইনি কাঠামোতে হাল্কা পরিবর্তন এবং সেইসাথে ২০১৯ সালে একটি নতুন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে আইএলওর সংগঠিত হবার অধিকার ও যৌথ দরকষাকষি কনভেনশন, ১৯৪৯ (৯৮ নং)-এর অনুমোদনের মধ্যে একত্রিত হয়েছে (ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন কমিশন ২০২০)।

পোশাক উৎপাদনকারী দেশগুলিতে শ্রম আইনের কাঠামো এবং প্রয়োগের উন্নতির জন্য বাণিজ্য নীতির বাহনসমূহ ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, উভয় ক্ষেত্রে বদলে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, প্রাধান্যের সাধারণীকৃত পদ্ধতির মতো একতরফা শুল্ক পদ্ধতি বৃহত্তর অবাধ বাণিজ্য চুক্তিতে রূপান্তর হতে পারে, কারণ আধা-স্থায়ী এবং যোগ্যতা বিবেচনা না করার স্বভাবের কারণে এরা উচ্চমাত্রার নমনীয়তা প্রদান করে। অতীতে ব্যবহৃত ছক থেকে আলাদা মহামারী পরবর্তী একটি মার্কিন বাণিজ্য নীতি প্রতিটি পক্ষকে এমন একটি চুক্তির অনুমতি দিতে পারে, যেখানে তারা নিজেরাই গ্রহণযোগ্য মান নির্ধারণ করতে পারে এবং যার মধ্যে বাজারের প্রবেশাধিকার নির্ধারণ করতে শ্রম আনুগত্যকে ব্যবহার করা হবে (পোলাস্কি ও অন্যান্য ২০২০)। এটি পোশাক এবং অন্যান্য খাতে এমন সময় সম্পাদন হচ্ছে যখন বাণিজ্যকে নিষেধোজ্ঞা সম্পর্কিত বাস্তব হুমকি বা পুরস্কারের ভালোভাবে যাচাইকৃত প্রস্তাবগুলি সরকার কর্তৃক আইনি কাঠামো এবং প্রয়োগ ব্যবস্থাকে কঠোর করে তুলতে তাগাদা দেয় এবং এইভাবে শ্রম চর্চায় শিল্প দ্বারা পরিমাপযোগ্য উন্নতিকে অনুপ্রাণিত করে। [19]

এখানে বর্ণিত চুক্তিগুলিকে সমর্থন করে, এরকম একটি ভিত্তিকাঠামোর অংশ হিসাবে ইউনিয়ন এবং শ্রমিক অধিকার সংগঠনগুলি বায়ার এবং সাপ্লায়ারদের গৃহ সরকারের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তিতে শক্তিশালী এবং প্রয়োগযোগ্য শ্রম বিধান সমর্থন করছে।

▶ গার্মেন্টস শিল্পের ভবিষ্যত চিত্র

পোশাক শিল্পের মহামারী-পূর্ব প্রণালী- যেমন, এর কাঠামো, সোর্সিং-এর ধরন এবং শ্রম শাসন বিশ্লেষণ এবং দিকনির্দেশের সম্ভাব্য পরিবর্তনগুলি খতিয়ে দেখার মাধ্যমে জুড এবং জ্যাকসন (২০২১) এশিয়া এবং বিশ্বব্যাপী পোশাক শিল্পের মহামারী পরবর্তী ভবিষ্যতের জন্য তিনটি সম্ভাব্য দৃশ্যকল্প রচনা করতে পেরেছেন। এই প্রতিটি দৃশ্যের মধ্যে কী কী থাকবে, তা এই গবেষণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বেশ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেছে (নিচের টেবিলটি দেখুন)।

কারখানার বা প্রতিষ্ঠানের বৈচিত্র্য, পণ্যের ধরণ এবং প্রবিধানের পরিপ্রেক্ষিতে, এই দৃশ্যকল্পগুলি স্বাভাবিকভাবেই বেশ বিস্তৃত। এগুলি পূর্ববর্তী অংশগুলিতে বিশ্লেষণ করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং পরিবর্তনশীল বিষয়গুলির ক্রমবিন্যাস, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে একত্রীকরণ, স্বয়ংক্রিয়করণ, ই-কমার্স, ভোক্তাদের অভ্যাস, সোর্সিং-এর ধরন, সরবরাহের নমনীয়তা, উৎপাদন কেন্দ্রগুলোকে কাছাকাছি আনা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব। এই দৃশ্যকল্পগুলোতে কিছু বিষয়কে যে কোনো পরিস্থিতিতে অপরিবর্তনীয় হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। প্রথমত, শিল্পের উপরে গুরুত্ব অব্যাহত থাকবে এবং ই-কমার্স নেতারা এই ভবিষ্যত দৃশ্যকল্পগুলোতে বিশেষভাবে উপস্থিত থাকবেন। দ্বিতীয়ত, অনলাইন বিক্রয় বৃদ্ধি পাবে, তবে বেশ ধীরে, এবং এরা গতানুগতিক খুচরা মডেলের ভাঙ্গনকে ত্বরান্বিত করবে। তৃতীয়ত, জলবায়ুর প্রভাব এশিয়ার ভৌগলিক গঠন এবং পোশাক উৎপাদনের ধরন পরিবর্তন করবে।

প্রতিটি দৃশ্যপট প্রাসঙ্গিক প্রভাবকগুলিকে নতুন আকৃতি দেয় এবং শিল্পের জন্য মহামারী-পরবর্তী পুনরুদ্ধারে উদ্ভূত হতে পারে, এমন একটি সম্ভাব্য চিত্রের রূপরেখা উপস্থাপন করে এবং এগুলি কিভাবে এশিয়ার সাপ্লায়ার ও শ্রমিক, উভয়কেই প্রভাবিত করবে তার দৃষ্টিকোণও তুলে ধরে। প্রথম উচ্চ-স্তরের দৃশ্যপটকে ***পুনরাবৃত্তি*** বলা যেতে পারে, যা শিল্প কাঠামো, সোর্সিং এবং পরিচালনা ব্যবস্থায় মহামারী-পূর্ববর্তী মডেলের পুনরাবৃত্তি, যেখানে শোভন কাজ এবং শিল্পের আরও বিস্তৃত স্থায়িত্বের সাথে সম্পর্কিত পূর্ববর্তী সমস্ত দুর্বলতাগুলো উপস্থিত থাকবে। দ্বিতীয় দৃশ্যপট হল ***পুনরুদ্ধার***, যেখানে শিল্প কাঠামো এবং সোর্সিং চর্চার পরিবর্তনগুলি ত্বরান্বিত হয়, কিন্তু এতে (বাহ্যিকভাবে চালিত) পরিচালনা ব্যবস্থার পরিবর্তনগুলি মূলত খুব কমই সমন্বিত করা হয়। চূড়ান্ত দৃশ্যপট ***পুনর্বিবেচনা***, এমন একটি শিল্পকে কল্পনা করে যেখানে কাঠামো, সোর্সিং এবং পরিচালনা ব্যবস্থায় পরিবর্তন একই সাথে সমন্বিত এবং এরা পরস্পরকে শক্তি যোগায়। তিনটি দৃশ্যের মধ্যে এটিই সবচেয়ে উচ্চ সম্ভাবনা এবং আশার সঞ্চার করে। এটি শিল্প কাঠামো, সোর্সিং এবং পরিচালনা ব্যবস্থায় সম্ভাব্য পরিবর্তনগুলির মধ্যে সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত এবং টেকসই পরিবর্তনগুলোকে সমন্বিত করে এবং এর সাথে সাথে শোভন কাজের উন্নতির জন্য এটি সবচেয়ে সহায়ক শর্ত।

18 রিড, ২০১৬-তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আইনের সংশোধন দেখুন। আইএলও ২০১৯বি-তে বাণিজ্য চুক্তিতে শ্রম বিধানের উদাহরণ দেখুন।
19 উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন-কম্বোডিয়া পোশাক চুক্তি (কোলবেন ২০০৪), ভিয়েতনামে ট্রান্স-প্যাসিফিক পার্টনারশিপ আলোচনা (ইভান্স ২০২০) এবং ইইউ-থাইল্যান্ড মাছ ধরার "হলুদ কার্ড" প্রক্রিয়া (আইএলও ২০২০বি) দেখুন।

▶ টেবিলঃ পোশাক শিল্পের ভবিষ্যত দৃশ্য

	শাটডাউ	পুনরুদ্ধার	পুনর্বিবেচনা
প্রধান ধারা বা রীতিসমূহ	• পরিকল্পিত সংস্কার প্রচেষ্টার অভাবে অবধারিত দৃশ্যপট। • পূর্বের (কোভিড-১৯ পূর্ববর্তী) অব্যাহত দীর্ঘমেয়াদী শিল্প ধারা।	• এটি কোভিড-১৯ পূর্ববর্তী ধারার একটি ত্বরান্বিত সংস্করণের মতো, যেখানে শিল্পটি পুনরাবৃত্তি দৃশ্যের চেয়ে আরও নাটকীয়ভাবে বিভক্ত হয়ে যায়। • অধিকতর উদ্ভাবনশীল, সমন্বিত সাপ্লায়াররা প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটাতে, উৎপাদনশীলতা বাড়াতে এবং শোভন কাজের শর্তাবলী সমুন্নত রাখতে সক্ষম, যেখানে সরবরাহ শৃঙ্খলের শীর্ষ স্তরের সাথে সাপ্লায়ারদের একটি বড় অংশের একটি দুর্বল সম্পর্ক থাকে এবং তারা পুনরাবৃত্তির পথে চলতে থাকে।	• ইচ্ছাকৃতভাবে করা সংস্কারগুলি সোর্সিং এবং পরিচালনা ব্যবস্থার ক্রিয়াশীলতা সহ শিল্প শক্তি সম্পর্কের মধ্যে স্পষ্ট পরিবর্তন আনে। • গভীর এবং বৃহত্তর শিল্প অংশীদারিত্ব এবং সহযোগিতা সমষ্টিগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে। • সামাজিক কথোপকথনের উপর ভিত্তি করে সামাজিক এবং পরিবেশগত স্থায়িত্বের দিকে একটি ন্যায়সঙ্গত পরিবর্তন শিল্পের ক্রিয়াকলাপে সক্রিয়ভাবে জড়িত।
বায়ার-সাপ্লায়ার সম্পর্ক	• ব্র্যান্ড এবং সাপ্লায়ারের উপরে মনোনিবেশ এবং সাপ্লাই চেইন একত্রীকরণ অব্যাহত রয়েছে। • এশিয়া এবং আফ্রিকার কম মজুরি, কম খরচের উৎপাদন কেন্দ্রের দিকে সোর্সিং-এর প্যাটার্নগুলি ক্রমাগত সরে যাচ্ছে।	• স্টেকহোল্ডাররা (ভোক্তা, বিনিয়োগকারী, প্রধান সাপ্লায়ার গোষ্ঠী, ইউনিয়ন, প্রচারকারী এবং নিয়ন্ত্রক গোষ্ঠী) সংকেত দেয় যে, মহামারী-পূর্ব নিয়মগুলিতে প্রত্যাবর্তনের পথ বন্ধ। • প্রধান ব্র্যান্ড এবং খুচরা বিক্রেতারা কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে ছোটখাটো সমন্বয় আনার পরিবর্তে প্রক্রিয়াগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কাঠামোগত সংস্কার পদ্ধতি ব্যবহার করে।	• নতুন বায়ার-সাপ্লায়ার চুক্তির শর্তাবলী সরবরাহ শৃঙ্খলা সম্পর্কের দুর্বলতার সমাধান করে (যেমন কোভিড-১৯ মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপ দ্বারা প্রকাশিত) এবং শ্রম অধিকার, মজুরি এবং কাজের অবস্থার বিষয়ে শ্রমিক এবং ইউনিয়নের দাবিগুলি বিবেচনা করে। • গার্মেন্টস উৎপাদক সমিতির মধ্যে সংগঠিত হওয়ার ঘটনা ক্রমেই শেকড় ছড়ায়, যাতে বড় উৎপাদকদের কাছে উপলব্ধ ডিলগুলি ছোট সরবরাহকারীদের নাগালের মধ্যে থাকতে পারে।

	শাটডাউন	পুনরুদ্ধার	পুনর্বিবেচনা
ব্যবসায়িক মডেল	• অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের ধীর গতি, তবে অনলাইন বিক্রয় বেড়েছে, যা ক্রমেই বাড়তে থাকবে। • কম খরচের ফাস্ট ফ্যাশনের প্রাধান্য অব্যাহত থাকবে; স্বল্প মেয়াদী উৎপাদন চক্রের জন্য চাপ প্রধানত সাপ্লায়ার এবং তাদের শ্রমিকদের উপর চেপে বসবে, এবং বেশিরভাগ ব্র্যান্ড এবং খুচরা বিক্রেতাদের জন্য বায়ার-সাপ্লায়ার সম্পর্ক এখনও সবাই মিলে ঝুঁকি ভাগ করে নেয়ার পরিবর্তে মূল্যকে ঘিরে গড়ে উঠবে।	• ব্যবসায়িক মডেল স্পষ্ট দুটি ট্র্যাকের মধ্যে বিভক্ত ("সেরা" ব্র্যান্ড ও সরবরাহকারী এবং "বাঁকিদের" মধ্যে বেড়ে চলা দ্বন্দ্ব)। • ফাস্ট ফ্যাশন এবং পরিচিত প্রধান ব্র্যান্ডগুলি শিল্পে আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে এবং এর গতিপথ গঠন করছে। • শিল্প নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে আরও সক্রিয় স্থায়িত্বের প্রচেষ্টার সম্ভাবনা রয়েছে, কিন্তু এগুলি মূলত মৌলিক বা কাঠামোগত প্রচেষ্টার পরিবর্তে উদ্যোগ-ভিত্তিক বা অপরিকল্পিত/অনানুষ্ঠানিক। • শিল্পের বড় অংশটি পুনরাবৃত্তি ব্যবসায়িক মডেলের অনুরূপ থেকে যায়।	• অভ্যন্তরীণ চাপ এবং/অথবা সম্প্রসারিত এবং উন্নত বিধিমালার ফলস্বরূপ, সাপ্লাই চেইনের ঝুঁকিগুলির মধ্যে পুনরায় ভারসাম্য আনা হয় এবং কার্যকর্তাদের (ব্র্যান্ড এবং সরবরাহকারী) মধ্যে আরও ন্যায্যভাবে পুনর্বন্টিত হয় • শিল্পে একটি প্রকৃত বাস্তবতা হিসাবে একটি "সমজাতীয় মূল্যবোধ" প্রস্তাব আবির্ভূত হয়, যেখানে: - দীর্ঘদিনের শ্রমিকদের দাবিগুলি পুনর্বিবেচিত চুক্তির পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা ব্যাপকভাবে শিল্পে অবলম্বন করা হয়। - ব্যবসায়িক সমৃদ্ধির জন্য "মানুষ এবং গ্রহ"-কে কেন্দ্রে রাখার দৃষ্টিভঙ্গি সমস্ত শিল্প কার্যকর্তা দ্বারা স্বীকৃত হয়। ব্র্যান্ড এবং সাপ্লায়াররা একটি মূল ব্যবসায়িক পদক্ষেপ হিসাবে সামাজিক এবং পরিবেশগত স্থায়িত্বের দিকে ন্যায়সঙ্গত পরিবর্তনের পেছনে বিনিয়োগ করে, যা উদ্ভাবনী চক্রাকার ব্যবসায়িক মডেলগুলির দিকে নিয়ে যায়।
স্বয়ংক্রিয়করণ এবং উৎপাদন কেন্দ্রকে ব্র্যান্ড দেশগুলোর কাছাকাছি নিয়ে আসা	• উৎপাদন কেন্দ্রকে ব্র্যান্ড দেশগুলোর কাছাকাছি নিয়ে আসা এবং বৃহৎ পরিসরে স্বয়ংক্রিয়করণের বিকাশ ধীরগতিতে হবে, কিংবা মধ্যম মেয়াদের ক্ষেত্রে একেবারেই তার বাস্তবায়ন হবে না।	• উৎপাদন কেন্দ্রকে ব্র্যান্ড দেশগুলোর কাছাকাছি নিয়ে আসা সবচেয়ে বড় ভূমিকাধারীদের (উদাহরণস্বরূপ, বিশ্বব্যাপী সরবরাহকারীদের একত্রিত গ্রুপের সাথে অংশীদারিত্বের মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্রেতা) দ্বারা পরিচালিত স্বয়ংক্রিয়করণের অর্থ হলো উন্নয়নশীল দেশগুলিতে কম খরচে, স্বল্প প্রযুক্তির উৎপাদনের পাশাপাশি প্রধান ভোক্তা বাজারের কাছাকাছি বা নিকটতর উচ্চ আয়ের দেশগুলোতে রোবটিক ও স্বয়ংক্রিয়করণে স্থিতিশীল বৃদ্ধি বজায় থাকবে।	• স্বয়ংক্রিয়করণকে এর প্রতিযোগিতাভিত্তিক সুবিধা এবং এর সামাজিক এবং পরিবেশগত সুবিধা, উভয় কারণে ব্যবহার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, এটি সম্ভাব্য কর্মশক্তি স্থানচ্যুতির প্রভাব প্রশমিত করতে এবং ন্যায়সঙ্গত রূপান্তরকে সুরক্ষিত করার জন্য শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং বর্ধিত সামাজিক সুরক্ষার (অন্যান্য সক্রিয় শ্রমবাজার নীতির মতো) সাথে মিলিত করে কাজে লাগানো হয়।

	শাটডাউন	পুনরুদ্ধার	পুনর্বিবেচনা
শ্রমিকদের উপরে প্রভাব	• কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে যাওয়ার সম্ভাবনার সাথে প্রাক-মহামারী উৎপাদন স্তরে ফিরে যাওয়া: মহামারী-পূর্ব সময়ে ক্ষুদ্র পরিসরে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষতি পুষিয়ে নাও উঠতে পারে, এবং বৃহত্তর, ভালো-পুঁজিসম্পন্ন এবং অধিকতর দক্ষ সাপ্লায়াররা তাদের সম্পূর্ণ কর্মীশক্তি ফিরে না আসা সত্ত্বেও অর্ডার গ্রহণ করতে পারে। • ক্রমাগত সাপ্লায়ার একত্রীকরণ বলিষ্ঠ (ব্যক্তিগত বা মাল্টিস্টেকহোল্ডার) নিয়ন্ত্রণ এবং আনুগত্য কর্মসূচির আওতাভুক্ত কারখানার শ্রমিকদের জন্য লাভজনক হয়- উদাহরণস্বরূপ আইএলও/আইএফসি বেটার ওয়ার্ক প্রোগ্রাম- অথবা কার্যকর যৌথ দরকষাকষি ব্যবস্থা। • অন্যান্য সকল শ্রমিকের ক্ষেত্রে, অবশিষ্ট অর্ডারের জন্য সাপ্লায়ারদের মধ্যে বেড়ে যাওয়া প্রতিযোগিতা মজুরি এবং কাজের মান নামিয়ে দিতে পারে এবং অর্ডারের সাব-কন্ট্রাক্টিং বাড়তে পারে, যার ফলে নিয়ম-নীতি ও শর্তাবলী না মেনে অর্ডার নেয়ার প্রবণতা বাড়ে।	• সাপ্লাই চেইনের বিভিন্ন ধরনের কারখানায় গার্মেন্টস শ্রমিকদের জন্য বিভাজনের ফলাফল আরও বেশি প্রকট হবে। • সাপ্লাই চেইন একত্রীকরণ, স্বয়ংক্রিয়করণ এবং উৎপাদন কেন্দ্রকে ব্র্যান্ড দেশগুলোর কাছাকাছি নিয়ে আসা একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন স্তরের ক্ষেত্রে উচ্চতর দক্ষ শ্রমিকদের জন্য উচ্চ মজুরি এবং নিম্ন-দক্ষতা সম্পন্ন কর্মীদের জন্য কম চাকরির সুযোগের দিকে নির্দেশ করে। • বাঁকি শিল্পে কর্মীদের জন্য ফলাফলগুলি পুনরাবৃত্তি পরিস্থিতিতে বর্ণিত ভবিষ্যতের অনুরূপ। অধিকাংশ বৈশ্বিক, আঞ্চলিক বা জাতীয় গার্মেন্টস উত্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত শ্রম শাসন বা পাবলিক নিয়ন্ত্রণ, কোনোটাই কার্যকর নয়।	• শিল্প পুনর্গঠন সরবরাহ শৃঙ্খল জুড়ে পোশাক শ্রমিকদের ব্যাপক সুবিধা প্রদান করে। • সবচেয়ে বড় বিশ্বব্যাপী ব্র্যান্ড এবং খুচরা বিক্রেতাদের জন্য উৎপাদনকারী কারখানার শ্রমিকরা নতুন চুক্তির ব্যবস্থা এবং নতুন পরিচালনা মডেলের অন্তর্ভুক্ত অধিকতর জবাবদিহিতা এবং প্রতিনিধিত্ব থেকে উপকৃত হয়। • বাণিজ্য নীতি (বাণিজ্য চুক্তিতে শ্রম বিধান সহ) দ্বারা চালিত সেক্টরব্যাপী চুক্তি এবং এর ফলে শ্রম আইন এবং শিল্প চর্চায় আসা পরিবর্তনের ফলে শ্রমিকরা (প্রধান কারখানার বাইরে) ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়।
শ্রম শাসন	• এশিয়ায় পোশাক উৎপাদনকারী দেশে জনশাসন কম রিসোর্সসম্পন্ন এবং ত্রুটিপূর্ণ হতে থাকবে। আন্তর্জাতিক ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ গ্লোবাল সাপ্লাই চেইনে আদর্শ হয়ে থাকবে এবং গঠনমূলক সামাজিক সংলাপে যুক্ত কার্যকরী ইউনিয়ন দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা বা প্রকৃত যৌথ চুক্তির আওতাধীন গ্লোবাল গার্মেন্টস শ্রমিকদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম থাকবে।	• নেটওয়ার্ককৃত বৈশ্বিক উৎপাদনের জন্য শ্রম শাসনের উল্লেখযোগ্য পুনর্বিন্যাস নেই। • সবচেয়ে বড়, খ্যাতি-সংবেদনশীল সরবরাহকারী থেকে শীর্ষ ব্র্যান্ড পর্যন্ত তাদের সাপ্লায়ার কেন্দ্রে ক্রমবর্ধমানভাবে সামাজিক সংলাপ প্রচেষ্টাকে সমর্থন করে। • সোর্সিং এবং শ্রম পদ্ধতির (পরিবর্তনসমূহের) উপর নিয়ন্ত্রক এবং কর্মী সমর্থকদের নির্দেশনা যদিও ক্রমশ জোরালো হচ্ছে, তবুও সেগুলো আর্থিক কর্মক্ষমতা সম্পর্কিত নির্দেশনাগুলির সাথে সঠিকভাবে সমন্বিত থাকবে না।	• তিনটি দরকষাকষি ব্লক (সাপ্লায়ার, বায়ার ও শ্রমিক এবং তাদের সংগঠন) এর উত্থান নতুন সমাধানের দিকে পরিচালিত করে, যা পোশাক সরবরাহ চেইনের সাথে খরচ এবং ঝুঁকিকে আরও ন্যায়সঙ্গতভাবে ভাগাভাগি করে। • জনশাসন আরও কার্যকর হবে, যার মধ্যে রয়েছে সক্ষম শ্রম পরিদর্শক এবং বাধ্যতামূলক মানবাধিকার সংক্রান্ত যথাযথ অধ্যবসায় বিধির প্রয়োগ।

▶ সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ

কোভিড -১৯ মহামারীর পর শিল্পের জন্য উপরের তিনটি দৃশ্যের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে ভালো? পুনরুদ্ধার প্যাটার্ন এখনও অত্যন্ত অনিশ্চিত, এবং ভবিষ্যতের হিসাব-নিকাশ সম্পর্কে অনুমান করার অক্ষমতা এখনও খুব সাধারণ ঘটনা। এছাড়াও, এই দৃশ্যগুলির বিভিন্ন সংকর সংস্করণগুলি বিভিন্ন সময়সীমার সাথে এবং সম্ভাব্য ক্রমবর্ধমান ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হতে পারে। মহামারী পূর্ববর্তী অবস্থার অনুরূপ হওয়ায় পুনরাবৃত্তিতে সর্বনিম্ন প্রচেষ্টা লাগে, কিন্তু এটি বিনিয়োগকারী, নিয়ন্ত্রক, শ্রমিক সমর্থক এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সাপ্লায়ারের কাছে অগ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণিত হতে পারে। পুনরুদ্ধার হয়তো সম্ভব, যা প্রক্রিয়া এবং উৎপাদন প্রযুক্তির সম্ভাব্য পরিবর্তন দ্বারা চালিত। পুনর্বিবেচনায় সর্বাধিক প্রচেষ্টা প্রয়োজন হয় এবং "গ্রহদের"- অর্থাৎ, বিনিয়োগকারী, নিয়ন্ত্রক, ইউনিয়ন, প্রচারক এবং সাপ্লায়ারদের এক কাতারে দাঁড়ানোর উপর নির্ভর করে, যা খুব কমই ঘটে।

প্রচুর প্রমাণ রয়েছে যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, "পুরনো" স্বাভাবিক, মূলত, পুনরাবৃত্তি অবস্থানে ফিরে আসা, যা শিল্পের ভবিষ্যতের জন্য একটি কার্যকর বা পছন্দসই ব্লুপ্রিন্ট নয়।

কোভিড-১৯-এর আগে, উৎপাদনশীলতা, অবকাঠামো এবং দক্ষতার দুর্বলতা, ও সেইসাথে অপচয় এবং অস্থিতিশীল উৎপাদন পদ্ধতির কারণে এই খাত বহিরাগত আঘাতগুলির সামনে দুর্বল ছিল। নিয়মিত ঝুঁকি সম্পর্কে তথ্য প্রকাশ অনেক দেশে আইন দ্বারা বাধ্যতামূলক, যা ২০২০ সালে উদ্ভূত ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রধান ব্র্যান্ডগুলি কতটা অপ্রস্তুত, সে সম্পর্কে বিশদ অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে।

মহামারীর কবল থেকে শিল্পটি বের হয়ে আসার সাথে সাথে, সম্ভবত ব্র্যান্ডগুলি তাদের আগাম পরিকল্পনায় পেশাদারিত্ব দেখানোর পাশাপাশি তাদের ঝুঁকি বিশ্লেষণকে আরও প্রসারিত এবং উন্নত করবে, যাতে তারা তাদের ব্যবসায় একসাথে আসা একাধিক আঘাত ভালোভাবে আন্দাজ করতে এবং এদের সামলানোর জন্য ব্যবস্থা নিতে পারে। যাই হোক, শিল্পের মৌলিক বিষয়গুলির আরও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন প্রয়োজন হবে যাতে এটি সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথে আরও টেকসই, ন্যায়সঙ্গত এবং আরও দীর্ঘস্থায়ী হয়। এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো ঝুঁকির ভারসাম্য বজায় রাখা এবং সাপ্লাই চেইন জুড়ে (বায়ার ও সাপ্লায়ারদের মধ্যে) সেগুলির বাটোয়ারা।

যদিও পুনরুদ্ধার দৃশ্যকল্প প্রযুক্তি এবং দক্ষতার অগ্রগতির সুবিধা নেয়, তবে এটি নির্দেশ করে যে তাদের নেতিবাচক প্রভাব, ধাক্কা এবং কোভিড-১৯-এর প্রভাব সহ অন্যান্য অর্থনৈতিক সংকট প্রশমিত করার জন্য নির্দিষ্ট নীতিমালার অভাব সেক্টরে বেড়ে চলা বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তুলতে থাকবে (আইএলও ২০২১)। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ছোট স্থানীয় কারখানা এবং প্রধান বিদেশী মালিকানাধীন কারখানার মালিকরা (প্রায়শই উল্লম্বভাবে সংহত এবং শক্তিশালী ক্রেতা সম্পর্কযুক্ত) ভিন্ন ভিন্ন পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা গ্রহন করেন, যেখানে ছোট স্থানীয় কারখানাগুলো (মহামারী-পরবর্তী) চাহিদার অব্যাহত ঘাটতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। মাত্র ২০ শতাংশ কারখানা প্রধান ক্রেতাদের ৮০ শতাংশ পণ্য সরবরাহ করে, আর এই ধারা মহামারী পরবর্তী পুনরুদ্ধারের সময় অব্যাহত থাকতে পারে (জুড এবং জ্যাকসন ২০২১)।

সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পোশাক শ্রমিকদের জন্য ক্ষতিকর পরিণতি বাড়ানোর ঝুঁকি এড়াতে শিল্পের কার্যকর্তাদের উচিত বিশ্বব্যাপী পোশাক শিল্পের মূল অংশে ব্যবসা এবং শাসনের মডেলগুলি পুনর্বিবেচনা করার চেষ্টা করা। এই ধরনের প্রচেষ্টাগুলি আইওএলও-এর বৈশ্বিক নীতি কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে কোভিড-১৯ সংকট মোকাবেলায় চারটি স্তম্ভের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে: অর্থনীতি এবং কর্মসংস্থানকে উদ্দীপিত করা; সহায়ক উদ্যোগ, চাকরি এবং আয়; কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের সুরক্ষা; এবং সমাধানের জন্য সামাজিক সংলাপের উপর নির্ভর করা। তারা সমানভাবে জুন ২০২১-এ আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে গৃহীত মানব-কেন্দ্রিক পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী সক্রিয়তার আহ্বান [20] এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে এটি নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ করে যে, এই সংকট থেকে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনরুদ্ধার "সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ভুক্তিমূলক, টেকসই এবং স্থিতিস্থাপক"। ডেটা সায়েন্স থেকে ভার্চুয়াল ডিজাইনে নতুন সরঞ্জামগুলির সংমিশ্রণ ও সেইসাথে শিল্পের অদক্ষতা নিরসনের অঙ্গীকার "নতুন মান প্রকাশ করতে পারে"। এটি বায়ারদেরকে সাপ্লায়ারদের উপর উৎপাদন ও দামের চাপ কমাতে এবং শ্রমিকদের সামাজিক মজুরি বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে শোভন কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম করতে পারে।

পুনর্বিবেচনা পরিস্থিতিতে শ্রমিক এবং সাপ্লায়ারদের জন্য একটি অনুঘটক এবং ব্যবহারের উৎস হতে পারে পাবলিক রেগুলেশন, বিশেষ করে বাধ্যতামূলক যথাযথ মানবাধিকার এবং পরিবেশগত শ্রম আইনের কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে। শিল্পে ক্ষমতার অসমতা নিরসনে শক্তিশালী সামাজিক কথোপকথনের সাথে মিলিয়ে নিলে, যেমন, সাপ্লায়ার এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলির মধ্যে নতুন জোটের মাধ্যমে, এই দৃশ্যটি আরও ন্যায়সঙ্গত এবং টেকসই শিল্পের জন্য সহায়ক হবে।

পুনর্বিবেচনা প্রেক্ষাপট ব্যবসায়িক মডেলে উৎপাদন এবং স্থায়িত্বের প্রয়োজনীয়তাগুলিকে আরও ভালোভাবে সারিবদ্ধ করার প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে। এটি অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি ব্র্যান্ডের সোর্সিং টিমের বেতন এবং প্রণোদনা কাঠামোর সংস্কার করতে পারে, যাতে তারা আরও সামগ্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে পুরস্কৃত করে, যা দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্বের দিকে ন্যায়সঙ্গত রূপান্তরকে সমর্থন করে। একইভাবে, সোর্সিং এবং সিনিয়র এক্সিকিউটিভদের জন্য বেতন-বহির্ভূত ক্ষতিপূরণ কিছু সাধারণ শ্রম-সম্পর্কিত মূল কর্মক্ষমতা সূচকের সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে।

20 https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/news/WCMS_803980/lang--en/index.htm দেখুন।

ব্র্যান্ডগুলি কিভাবে শ্রমের মানকে অগ্রাধিকার দেয়, সে সম্পর্কিত অভ্যন্তরীণ এবং সরবরাহকারীদের পাঠানো নির্দেশনাগুলি পরিবর্তন করার জন্য ডিজাইন, সোর্সিং এবং বায়ার দলগুলিকে তাদের সিদ্ধান্তের শ্রম প্রভাবের উপর মূল কর্মক্ষমতা সূচকগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, পণ্যের ডিজাইন বা অর্ডার সম্পর্কিত নির্দেশনায় পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত।

জাতীয় পর্যায়ে সামাজিক সংলাপ এবং আর্থিক প্রণোদনার জন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশের মতো যথাযথ প্রবিধান সরবরাহকারী একটি সামগ্রিক নীতি কাঠামোর সাথে যুক্ত করে এই ব্যবসায়িক প্রণোদনা একটি পুনর্বিবেচনা পরিস্থিতি বজায় রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে পারে।

এশিয়া এবং অন্যান্য অঞ্চলে কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্পের অব্যাহত গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়ে, দীর্ঘমেয়াদী প্রাতিষ্ঠানিক বৃদ্ধি এবং উৎপাদনশীলতাকে উত্সাহিত করার জন্য শারীরিক ও মানব পুঁজিতে আরও বেশি বিনিয়োগের সাথে সাথে শক্তিশালী সামাজিক কথোপকথন এবং নিশ্চিত কর্মী সুরক্ষার যুগ্ম ভিত্তির উপর তৈরি একটি পুনর্বিবেচনা দৃশ্য শিল্পের জন্য একটি মানবকেন্দ্রিক ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার একমাত্র কার্যকর উপায়- যা একই সাথে দীর্ঘমেয়াদ বিবেচনায় টেকসই এবং সাপ্লাই চেইনের সকল কার্যকর্তাদের জন্য ব্যাপক সুবিধার একটি ন্যায্য চুক্তি প্রদান করে।

▶ রচনাপঞ্জি (রেফারেন্স)

আবদুল্লাহ, এইচ.। ২০২১।"What Will It Take to Cut Xinjiang Cotton from Garment Supply Chains?", ১০ ফেব্রুয়ারি।

এএফডব্লিউএ (এশিয়া ফ্লোর ওয়েজ অ্যালায়েন্স)। ২০২০। *The Emperor Has No Clothes*।

অ্যালডারম্যান, এল.। ২০২০।"France Thought It Could Reverse Globalization, but It's Still Bleeding Jobs"। নিউইয়র্ক টাইমস, ৩০ নভেম্বর।

আমেঙ্গুয়াল, এম., জি. ডিস্টেলহরস্ট, ও ডি. টবিন। ২০২০। "Global Purchasing as Labour Regulation: The Missing Middle" আইএলআর পর্যালোচনা, ৭৩ (৪): ৮১৭-৮৪০।

অ্যানার, এম.। ২০২০। *Leveraging Desperation: Garment Brands' Purchasing Practices During Covid-19*.। পেনস্টেট সেন্টার ফর গ্লোবাল ওয়ার্কার্স রাইটস।

অ্যানার, এম., এস. নোভা, ও এল. ফক্সভগ। ২০২০। *Unpaid Billions: Trade Data Show Garment Order Volume and Prices Plummeted through June, Driven by Brands' Refusal to Pay for Goods They Asked Suppliers to Make*। পেনস্টেট সেন্টার ফর গ্লোবাল ওয়ার্কার্স রাইটস।.

আরনেট, জি.। ২০২০। "Nearshoring: Europe's next textile boom?" ভগ বিজনেস, ২৮ আগস্ট।

এএসওএস পিএলসি.। ২০২০। *ASOS PLC Annual Report and Accounts 2020*।

বার্সিয়া ডি ম্যাটোস, এফ., জে. আইসেনব্রাউন, ডি. কুসেরা, এবং এ. রসি। ২০২০। *Automation, Employment and Reshoring in the Garment Industry: Long-Term Disruption or a Storm in a Teacup?* ২৮। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা, বেটারওয়ার্ক।

বেংটসেন, পি.। ২০২০এ। "Why Are Monitory Democracies Not Monitoring Supply Chain Slavery?" *গ্লোবাল পলিসি জার্নাল,* ২৮ আগস্ট।

_____। ২০২০বি। *Beyond Social Audits in Supply Chains: Who Should Monitor? Whom to Trust?* ব্যবসা ও মানবাধিকার সম্পদ কেন্দ্র

।বার্গ, এ.। এম. লবিস, এফ. রলকেন্স, ও পি. সাইমন। ২০১৮, ১৭ মে। *Faster Fashion: How to Shorten the Garment Calendar*. ম্যাককিনসে অ্যান্ড কোম্পানি।

বেটার বায়িং। ২০২০। *Better Buying Index Report 2020*।

বিএইচআরআরসি (ব্যবসা ও মানবাধিকার সম্পদ কেন্দ্র)। ২০২১, ফেব্রুয়ারি। *List of Large Businesses, Associations & Investors with Public Statements & Endorsements in Support of Mandatory Due Diligence Regulation.*

বিওএফ (বিজনেস অফ ফ্যাশন)। তারিখ অজানা।"The BoF Podcast: Inside H&M's $4 Billion Inventory Challenge (No. 157)."

বিওএফ (বিজনেস অফ ফ্যাশন), এবং ম্যাককিনসে অ্যান্ড কোম্পানির। ২০২০।"The Year Ahead: Keep Your Suppliers Close" ৭ ডিসেম্বর।

বিজনেসওয়্যার। ২০২০। "Alibaba Unveils New Manufacturing Digital Factory" *বিজনেসওয়্যার,* ১৬ সেপ্টেম্বর।

কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল। ২০২০এ। *Where are the Women? The Conspicuous Absence of Women in COVID-19 Response Teams and Plans, and Why We Need Them*।

———। ২০২০বি। *Garment Worker Needs Assessment During COVID-19*। কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইন কম্বোডিয়া।

সিসিসি (ক্লিন ক্লোথস ক্যাম্পেইন)। ২০২০এ। "COVID-19 Wage Assurance and Severance Guarantee Fund"।

———। ২০২০বি। *Position Paper on Transparency: Clean Clothes Campaign* ।

চ্যাং, জে.- এইচ., জি. রাইনহার্ট, ও পি. হুইন। ২০১৬। *ASEAN in Transformation: Textiles, Clothing and Footwear: Refashioning the Future. ILO.*।

কার্লি, এম.। ২০২০। "Human Rights Due Diligence: Making It Mandatory – and Effective" । ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট, ৩ জুলাই।

ডিন, জি.। ২০২০। "Fashion Companies Have Canceled or Refused to Pay for $16.2 Billion of Orders During the Pandemic, Costing Textile Workers $1.6 Billion in Wages, a Report Found"। *বিজনেস ইনসাইডার*, অক্টোবর।

ডেলিসিও, ই.। ২০২০, ৩ মার্চ। *Gen Z to the Fashion World: Forget Trendy Throwaways. We'd Rather Buy Used*।

ডেলয়েট। ২০২০। *Garment 2025: What new business models will emerge?* ডেলয়েট ডিজিটাল।

ইআইইউ (ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট) । ২০১৩। *Rich Pickings: The Outlook for Luxury Goods in Asia*।

এল আচকার হিলাল, এস. । আসন্ন ।"Employment, Wages and Productivity in Asia's Garment Sector: Taking Stock of Trends Prior to COVID-19." আইএলও ওয়ার্কিং পেপার।

ইইউ কমিশন। ২০২০। "EU-Vietnam trade agreement enters into force।" ৩১ জুলাই।

fiber2fashion| 2020| "No Action in US on Nearshoring RMG Production: GlobalData" । ৪ ডিসেম্বর।

ফস্টার, এল., সি. গ্রিম, এবং জে. হাল্টিওয়েঙ্গার। ২০১৪। *Reallocation in the Great Recession: Cleansing or Not?* জাতীয় অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো ।

ফ্রিডম্যান, এ.। ২০১৭। "Oritain Introduces 'Fingerprint' ID Technology for Cotton Testing" *সোর্সিং জার্নাল*, ১৫ সেপ্টেম্বর।গার্মেন্ট শ্রমিক ডায়েরি। ২০২০। "Two Months On: The Impact of COVID-19 on Workers: Garment Worker Diaries"।

গারবার প্রযুক্তি। ২০১৯। "Automating Garment Manufacturing Key Industry Trends Role of Robots in Changing"। ২০ মে।

জিএফএ (গ্লোবাল ফ্যাশন এজেন্ডা), বিসিজি (বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ), এবং এসজিসি (সাসটেইনেবল গার্মেন্ট কোয়ালিশন)। ২০১৯। *Pulse of the Fashion Industry 2019 Update* ।

গ্লোভার, এস.।২০২০। "Forced Labour: US Bans XPCC Cotton Imports." । ইকোটেক্সটাইল সংবাদ, ৩ ডিসেম্বর।

হল, সি.। ২০১৭। "China's Sustainable Fashion Paradox" । বিজনেস অফ ফ্যাশন, ১১ অক্টোবর ।

হাউসম্যান, ডব্লিউ. এইচ. ও জে.এস. থরবেক। ২০১০। "Fast Fashion: Quantifying the Benefits" । *ইনোভেটিভ কুইক রেসপন্স প্রোগ্রামস ইন লজিস্টিক এবং সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট*-এ প্রকাশিত, টি.সি.ই. চেঙ, এবং টি.-এম. চোই কর্তৃক সম্পাদিত। ৩১৫-৩২৯। স্প্রিংগার।

হারনান্দেজ, এ. ২০২০। "Learning from Adidas' Speedfactory Blunder" । *সাপ্লাই চেইন ডাইভ*, ৪ ফেব্রুয়ারি ।

আইএফফ (ইন্টারন্যাশনাল অ্যাপারেল ফাউন্ডেশন)। ২০২১। "Global Suppliers Band Together to Improve Purchasing Practices" । ১১ ফেব্রুয়ারি ।.

আইএলও। ২০১৯এ। *The Future of Work in Textiles, Clothing, Leather and Footwear* । জেনেভা।

———। ২০১৯বি। *Labour Code Revision Brings Viet Nam Better in Line with International Labour Standards.* । জেনেভা।

———। ২০১৯সি। "Labour Code Revision Brings Viet Nam Better in Line with International Labour Standards" । ২৯ সেপ্টেম্বর।

———। ২০১৯ডি। "Meeting of Experts on Cross-border Social Dialogue, Geneva, 12–15 February 2019"।

———। ২০২০এ। *The Supply Chain Ripple Effect: How COVID-19 is Affecting Garment Workers and Factories in Asia and the Pacific*। ব্যাংকক।

———। ২০২০বি। "Endline Research Findings on Fishers and Seafood Workers in Thailand" ১০ মার্চ।

———। ২০২০সি । *Gendered Impacts of COVID-19 on the Garment Sector* । ব্যাংকক।

———। ২০২১। *COVID-19, Vaccinations and Consumer Demand: How Jobs Are Affected Through Global Supply Chains* । ব্যাংকক।

আইএমএফ (আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল)। ২০১৮। "The Global Economic Recovery 10 Years After the 2008 Financial Meltdown" । *ওয়ার্ল্ড ইকনমিক আউটলুক, অক্টোবর ২০১৮: চ্যালেঞ্জেস টু স্টেডি গ্রোথ*-এ প্রকাশিত। ওয়াশিংটন, ডিসি।

ইনভেস্টর অ্যালাইয়েন্স। ২০২০। *The Investor Case for Mandatory Human Rights Due Diligence* । ইনভেস্টর অ্যালাইয়েন্স ফর হিউম্যান রাইটস।

জ্যাকসন, জে. এল., এ. বার্গার, এবং জে. জুড। ২০২১। *Mapping Social Dialogue in Garment: Synthesis Report* । ইথাকা, এনওয়াই: কর্নেল ইউনিভার্সিটি নিউ কনভারসেশন প্রজেক্ট।.

জুড, জে. এবং জে. এল. জ্যাকসন। ২০২১। "The Post-COVID Future of the Apparel Industry" । বেটার ওয়ার্ক ডিসকাশন পেপার নং. ৪২। জেনেভা: আইএলও এবং আইএফসি।

জুড, জে. এবং এস.সি. কুরুভিলা। ২০২০। "Three Decades of Promises: Data Shows an Industry Slow to Improve" । *সোর্সিং জার্নাল*, ১৫ অক্টোবর।

জুড, জে. এবং এস. কুরুভিলা ও জে. এল. জ্যাকসন। আসন্ন। Security for Garment Workers: Alternative Models । ইথাকা, এনওয়াই: কর্নেল ইউনিভার্সিটি নিউ কনভারসেশন প্রজেক্ট।

কলবেন, কে.।২০০৪। *Trade, Monitoring, and the ILO: Working to Improve Conditions in Cambodia's Garment Factories* । ব্যাংকক: আইএলও।.

কুসেরা, ডি. এবং এফ. বার্সিয়া ডি ম্যাটোস। ২০২০। *Automation, Employment, and Reshoring: Case Studies of the Garment and Electronics Industries*। জেনেভা: আইএলও।

কুমার, এ.। ২০২০। *Monopsony Capitalism: Power and Production in the Twilight of the Sweatshop Age* । কেমব্রিজ, যুক্তরাজ্য: কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস ।

কুরুভিলা, এস.। ২০২১। *Private Regulation and Labour Standards in Global Supply Chains: Problems, Progress and Prospects* । ইথাকা, এনওয়াই: কর্নেল ইউনিভার্সিটি প্রেস।.

লি, সি., এবং এস. কুরুভিলা। আসন্ন। Compliance with Codes of Conduct and Labour Turnover in Global Supply Chains: What do Workers Value? ইথাকা, এনওয়াই: কর্নেল ইউনিভার্সিটি নিউ কনভারসেশন প্রজেক্ট।

লোলো, এন., এবং ডি. ও'রুরকে। ২০২০এ। "Measurement Without Clear Incentives to Improve: The Impacts of the Higg Facility Environmental Module (FEM) on Garment Factory Practices and Performance"। SocArXiv।

———। ২০২০বি। "Transparency and Incentives Can Re-Fashion the Garment Industry ।" ট্রিপল পন্ডিত, ১৭ আগস্ট।

ম্যাকার্থি, ডি., এবং পি. মর্লিং । ২০১৫। *Using Regulation as a Last Resort?* রয়াল সোসাইটি ফর দ্য প্রটেকশন অফ বার্ডস।

ম্যাককিনসে অ্যান্ড কোম্পানি। ২০১৮। " Is Apparel Manufacturing Coming Home?"

———। ২০২০। *The State of Fashion 2021.* । ১২৮।

ম্যাককিনসে অ্যান্ড কোম্পানি, এবং বিওএফ (বিজনেস অফ ফ্যাশন)। ২০২০। *The State of Fashion 2020.* । ১০৮।

নাইকি, ইনকর্পোরেটেড।২০১১। *Nike, Inc. FY 10/11 Sustainable Business Performance Summary* । পোর্টল্যান্ড।

———। ২০১৯। "NIKE, Inc. 2019 Form 10-K"

নিশিমুরা, কে.। ২০২১। "How Retail's Managing a 'Massive, Massive' Shift to Mobile and Digital" । সোর্সিং জার্নাল , ২৮ জানুয়ারী ।

পিএলডব্লিউএফ (প্ল্যাটফর্ম লিভিং ওয়েজ ফাইনান্সিয়ালস)। ২০১৯। "2019 Assessments Results – Platform Living Wage Financials"

পলাস্কি, এস., এস. অ্যান্ডারসন, জে. ক্যাভানা, কে. গ্যালাগার, এম. পেরেজ-রোচা, ও আর. রে। ২০২০। *How Trade Policy Failed U.S. Workers—And How to Fix It*। বোস্টন, এমএ: ইনস্টিটিউট ফর পলিসি স্টাডিজ, বোস্টন ইউনিভার্সিটি গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট পলিসি সেন্টার।

পোলিতযার, এম.। ২০২০। "We Are on Our Own': Bangladesh's Pregnant Garment Workers Face the Sack"। দ্য গার্ডিয়ান , ৯ জুলাই।

পুমা। ২০১১। *PUMA 2011 Annual Report* । হের্যোগেনরাক, জার্মানি।

———। ২০১৯। *PUMA 2019 Annual Report* । হের্যোগেনরাক, জার্মানি।

রিড, টি.।২০১৬। "H.R.644 - 114th Congress (2015-2016): Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015 (2015-2016)"।

রবিনসন, জি., এম. ঝাউ ও ই. মৌলিয়া। ২০১৯। "How the Death of Fast Fashion is Transforming Asia's Garment Industry"। নিক্কি এশিয়ান রিভিউ, ২০ নভেম্বর।.

সেবাস্তিও, এফ.।২০১৮। "Climate Change Is Threatening the Garment Industry" । ২৭ মার্চ।

স্মিত, এল., সি. ব্রাইট, আর. ম্যাককরকুডেল, এম. বাউয়ার, এইচ. ডিরিংগার, ডি. ব্রায়েযা-ব্রিনবাউয়ার, এফ. টরেস-কর্টেস, এফ. আলওয়েল্ডট, এস. কারা, সি. সালিনিয়ার, এইচ. টি. টোবেড, Europäische Kommission, and Generaldirektion Justiz and Verbraucher । ২০২০। *Study on Due Diligence Requirements Through the Supply Chain Final Report* । ইউরোপীয় ইউনিয়ন পাবলিকেশন্স অফিস।

সোমানাথন, ই., আর. সোমনাথন, এ. সুদর্শন, ও এম. তিওয়ারি। ২০২১। "The Impact of Temperature on Productivity and Labour Supply: Evidence from Indian Manufacturing"। জার্নাল অফ পলিটিকাল ইকনমি, ৭১৩৭৩৩।

দ্যা ইকনমিস্ট। ২০০৫। "The Future of Fast Fashion" । ১৮ জুন।

ইউএন উইমেন। ২০২০। *COVID-19 and Ending Violence Against Women and Girls* । নিউইয়র্ক।

ইউএনসিটিএডি (জাতিসংঘের বাণিজ্য ও উন্নয়ন সম্মেলন) । ২০২০। "Global e-commerce Hits $25.6 Trillion—Latest UNCTAD Estimates" । ২৭ এপ্রিল ।

ভ্যান ডের উইয়ার্ড, কে.। ২০২১। "A Moral Monopoly: The Difference Between Supplier-Performance Management and Bullying" *সাপ্লাই চেইন ডাইভ*, ২৮ জানুয়ারি।.

ভ্যান্ডেনবুশচে, এইচ., এফ. ডি কমিতে, এল. রোভেগনো, ও সি. ভিয়েগলান। ২০১৩।"Moving up the Quality Ladder? EU-China Dynamics in Clothing" । জার্নাল অফ ইকনমিক ইন্টিগ্রেশন ২৮ (২): ৩০৩-৩২৬।

ভন-হোয়াইটহেড, ডি., এবং এল.পি. ক্যারো। ২০১৭। *Purchasing Practies and Working Conditions in Global Supply Chains: Global Survey Results* । জেনেভা: আইএলও।.

হোয়াইট, কে., ডি.জে. হার্ডিস্টি ও আর. হাবিব। ২০১৯। "The Elusive Green Consumer" । *হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউ,* ১ জুলাই।

উইকার, এ.। ২০২০। "Fashion's Impact on the Environment Is Actually a Mystery" । ভক্স , ২৭ জানুয়ারি।

ডব্লিউটিও (বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা)। ২০২০। *World Trade Statistical Review 2020* । জেনেভা ।

Sweden
Sverige
Decent Work in Garment Supply Chains Asia project

Contact details

ILO Regional Office for Asia and the Pacific
United Nations Building
Rajdamnern Nok Avenue
Bangkok 10200, Thailand

T: +66 2288 1234
F: +66 2280 1735
E: BANGKOK@ilo.org
W: www.ilo.org/asiapacific

© International Labour Organization 2020